NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ মহান মে দিবসের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ

ফের জামিনের আবেদন খারিজ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ৩

কলকাতা ১ মে ২০২৪ ১৮ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.5.2024, Vol.17, Issue No. 319, 8 Pages, Price 3.00

নোটিস

আজ ১ মে উপলক্ষে একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবার পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংস্করণ ৩ মে তারিখে প্রকাশিত হবে।

৪৩ ডিগ্রি রেকর্ড গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাগাতার তাপপ্রবাহ। এমন শুকনো গরম এর আগে কবে হয়েছিল মনে পড়ছে না কলকাতাবাসীর। সমস্ত রেকর্ড ভেঙে মঙ্গলবার কলকাতায় এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ গরম। এপ্রিল মাসের শেষদিন তাপমাত্রার পারদ উঠল ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। দমদম-সল্টলেকে মঙ্গলবার দুপুরেই তাপমাত্রা পৌঁছয় ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এদিকে কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ সোমবারের থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এককথায় কলকাতায় রেকর্ড গরম। আবহবিদরা জানাচ্ছেন, ১০০ বছরে এমন টানা তাপপ্রবাহ কলকাতা দেখেনি। যা শুরু হয়েছে ১৯ এপ্রিল থেকে। এরপর টানা চলছে। শুধু কলকাতাই নয়, ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। যার জেরে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে কলকাতা সহ পুরো দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেই জারি রয়েছে তাপপ্রবাহের রেড অ্যালার্ট। পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে তাপপ্রবাহের রেড অ্যালার্ট জারি রয়েছে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন। এদিকে, এর পাশাপাশি সুখবর মিলেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে। জানানো হয়েছে, রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে পরিস্থিতি কিছুটা বদল হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে, আগামী রবিবার দক্ষিণবঙ্গের ছটি জেলায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে জেলাগুলিতে বৃষ্টির আশা রয়েছে, সেগুলি হল উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ। তবে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃষ্টি হলেও গরম থেকে কতটা স্বস্তি মিলবে, তা নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি আবহাওয়া দপ্তর।

শহরে হিট স্ট্রোকে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার গরমের জেরে হিট স্ট্রোকে প্রথম মৃত্যু হল এক ২৬ বছরের যুবকের। সোমবার দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে ওই যুবক অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা যাচ্ছে। মৃতের নাম সুমন রানা। তিনি বাগুইআটির বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে এক বিশেষ কাজে মধ্য কলকাতায় গিয়েছিলেন তিনি। রাস্তার মাঝেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই যুবক। বড়বাজার থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই সোমবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর।

ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ বন্ধ করতে হবে

বাংলায় এসে দোষীদের উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি যোগীর

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

রামনবমীর দিন যারা অশান্তি ছড়িয়েছে তাদের উলটো দিকে ঝুলিয়ে উচিত শিক্ষা দেবে বিজেপি সরকার। শক্তিপুরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাভনী প্রচারে এসে এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি সন্দেশখালির ঘটনার দোষিদের উচিত শিক্ষা দেবে বিজেপি। বাংলায় উত্তরপ্রদেশের শাসন আনার দাবি তুললেন।

এবার মোদির সুরেই আত্মনির্ভর ভারত গড়ার আহ্বান জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সিউড়ি বেণীমাধব হাই স্কুল ময়দানে। মঙ্গলবার দুপুরে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় এসে এই আহ্বান জানান তিনি। যোগী বলেন, 'সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখে মোদি এবং বিজেপি সব সময় থাকে তাই মোদির হাত শক্ত করতে আর ভারতকে বিশ্বের দরবারে শীর্ষে নিয়ে যেতে হলে আত্মনির্ভর হতে হবে। তাই আত্মনির্ভর ভারত, বিকশিত ভারত হতে প্রয়োজন আত্মনির্ভর বাংলা।' আর বাংলার এই উন্নয়নে বিজেপিকে দরকার মনে করিয়ে যোগী মনে করিয়ে দেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ভূমি এই বাংলাই বিশ্বকে পথ দেখাতো। আর আজ সেই বাংলা শেষ হয়ে গিয়েছে। সন্ত্রাস আর মাফিয়া রাজ সাধারণ মানুষের রক্ত চুষছে। এখানে রামনবমীতে শোভাযাত্রায় ঝামেলা হয়, দাঙ্গা হয়। কিন্তু তিনি মনে করিয়ে দেন, উত্তরপ্রদেশে রামনবমীর দিন শোভাযাত্রা বের হয়। কোনও দাঙ্গা হয় না। কারণ সব গুন্ডা ওখানে ঠান্ডা। যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'বাংলার মতই উত্তরপ্রদেশে প্যান্ডেল খাটিয়ে দুর্গা পুজো হয়। কিন্তু বাংলায় রামের নাম নিলে সরকার তাদের গ্রেপ্তার করে। তিনি বলেন, সাত বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন উত্তরপ্রদেশে কোনও দাঙ্গা হয়নি।

তার কথায়, 'না কার্ফু না দাঙ্গা হ্যায়, ইউপি মে সব চাঙ্গা হ্যায়।' আদিত্যনাথ বলেন, রামনবমীতে এই বাংলায় শোভাযাত্রায় ভাঙচুর হয়, দাঙ্গা হয় কিন্তু এই ঘটনা যদি উত্তরপ্রদেশে হয় তাহলে তাদেরকে উলটো করে টাঙিয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সাত পুরুষ দাঙ্গা করা ভুলে যাবে। সিউড়ি বেণীমাধব হাই স্কুল ময়দানে বিজয় সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ বন্ধ করতে হবে। ' তিনি মনে করিয়ে দেন, তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের আমলে পিছিয়ে পড়া জনজাতির ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের মধ্যে ৬ শতাংশ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের বিরোধিতা একমাত্র বিজেপি করেছিল। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে দেশ বিশ্ব দরবারে সমাদৃত হয়েছে মোদির নেতৃত্বে। ভারত যেমন আত্মনির্ভর হয়েছে তেমনই শক্তিশালী হয়েছে। এই সভা মঞ্চ থেকে তার দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা এই বাংলায় তৃণমূলরা হতে দেয় না। যেটুকু সহায়তা পাওয়া যায় তৃণমূলের গুন্ডারা আর নেতৃত্বরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

এরপর যোগী আদিত্যনাথ বাংলায় বালি এবং পাথর মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি বলেন, মাফিয়ারা অবৈধভাবে বালি এবং পাথরের ব্যবসা করছেন। নদীর গতিপথ পাল্টে দিচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছেন। তার দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই সমস্ত মাফিয়াদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন।

এরপর তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশে এমন অনেক মাফিয়া ছিলেন যারা এখন উত্তর প্রদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন, না হয় তাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর মোদির প্রশংসা করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিজির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বে মর্যাদা আসন ফিরে পেয়েছে। মোদির নেতৃত্বে ভারত আজ শক্তিশালী দেশ এবং আতঙ্কবাদ সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই মুছে ফেলা গিয়েছে ভারতের নেতৃত্বে আজ গোটা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হতে চলেছে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায়। প্রতিবেশী পাকিস্তান এখন জানে ভুল করেও কোনও ঘটনা ঘটে গেলে ভারত চুপ করে থাকবে না। কারণ, মোদিজির নেতৃত্বে ভারত এখন নতুন ভারত।

বাংলায় এসে ফের তৃণমূলকে আক্রমণ

পাতাল থেকে খুঁজে এনে শাস্তির নিদান অমিত শাহর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এর আগে বাংলায় এসে বলে গিয়েছিলেন, বাংলার বুকে যারা নারী নির্যাতন করে, যারা অপরাধ করে তাঁদের উলটে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সেই নিয়ে বিস্তর জলঘোলাও হয়েছিল। কিন্তু দমছেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এবার নয়া নিদান দিয়ে গেলেন অমিত শাহ। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে গেলেন, অপরাধীদের পাতাল থেকে খুঁজে এনেও শাস্তি দেওয়া হবে।

এদিন মেমারিতে বর্ধমান-পূর্ব লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে জনসভা করেন শাহ। ওই সভা থেকেই তাঁর হুঁশিয়ারি, ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মীদের হত্যাকারীদের পাতাল থেকে খুঁজে বার করে এনে জেলে ভরবে বিজেপি। এদিন মেমারির সভায় শাহ বলেন, 'রাজ্যে বিজেপি কর্মীদের হত্যা করেছে তৃণমূলের গুন্ডারা। সরকার গঠনের পর সকলকে পাতাল থেকেও খুঁজে বার করে এনে জেলে পাঠানোর কাজ করবে বিজেপি।'

এদিন রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে সার্বিকভাবে আক্রমণ করেন শাহ। তাঁর অন্যতম হাতিয়ার ছিল ধর্মীয় মেরুকরণ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে গেলেন, মোদিজি যেখানে রামমন্দির উদ্বোধন করে দেশজুড়ে রামভক্তির ঝড় তুলেছেন, সেখানে বাংলার শাসকদল যোগ দেয়নি অনুপ্রবেশকারীদের ভয়ে। অমিত শাহর কথায়, 'মন্দির উদ্বোধনে মমতা দিদি ও ভাইপোকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ভয়েই তাঁরা রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন যাননি।'

এদিন পূর্ব বর্ধমানের মেমারি রসুলপুরে জনসভা করেন অমিত শাহ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'যাঁর মন্ত্রীর ঘর থেকে একান্ন কোটি টাকা উদ্ধার হয়, তাঁকে তো জেলে যেতেই হবে। আপনি গরিবের টাকা লুঠ করেছেন মমতা দিদি। মোদিজির পাঠানো দশ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ করেছে আপনি ও আপনার সরকার।' সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন শাহ। তাঁর কথায়, 'মমতাদি ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। বাংলার মানুষই ঠিক করবে, তারা ভাইপোর রাজত্ব চায় নাকি মোদিজির সুশাসন চায়।' মোদিকে ফের প্রধানমন্ত্রী করতে বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারকেও জেতানোর আবেদন জানান অমিত শাহ।

উন্নয়ন ইস্যুতেও মঙ্গলবার তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন শাহ। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের মানুষের জন্য কী কী করেছেন, তার খতিয়ান দেন। তিনি বলেন, 'বারো কোটি মানুষের বাড়িতে শৌচালয় তৈরি করে দিয়েছেন মোদিজি। একই সঙ্গে চার কোটি মানুষকে পাকা ঘর করে দেওয়া হয়েছে। আর মোদিজির পাঠানো উন্নয়নের পুরো টাকাটা বাংলার সরকার লুঠ করে নিয়েছে।' রামমন্দির ইস্যুতে এদিন শাহ কংগ্রেস-তৃণমূল এবং বামেদের একযোগে আক্রমণ করেন। তাঁর কথায়, 'মোদিজি ক্ষমতায় এসে রামমন্দির মামলা জিতেছেন, ভূমি পুজো করেছেন এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করেছেন। আর তৃণমূল-কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা রামমন্দিরের বিরোধিতা করেছে।' তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করে দিচ্ছে বলে বর্ধমানের সভা থেকে অভিযোগ করেন অমিত শাহ।

নাম না করে মোদি ও অধীরের যোগসাজশ নিয়ে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাম না করে মোদি-অধীর যোগসাজশ নিয়ে তোপ দাগলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে কংগ্রেসের দলনেতাকে আগলে রাখে বলে অভিযোগ করলেন তিনি। অধীরকে বিজেপির 'বন্ধু' বলেও কটাক্ষ করেন মমতা।

এদিন উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জীর সমর্থনে প্রথম নির্বাচনী সভাটি অনুষ্ঠিত হয় চাঁচল মহাকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার তুলসিহাট্টা উপবাজার এলাকার মাঠে। এরপর বিকেল চারটেই অপর নির্বাচনী সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের তাঁতিপাড়া মাঠে। এদিনের দুটি নির্বাচনী সভাতেই কড়া ভাষায় কেন্দ্রের মোদি সরকারকে আক্রমণ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিম তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি । তার সঙ্গে এক হাত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে।

মঙ্গলবার মালদহে সভা করেন তৃণমূল সভানেত্রী। ছিল পদযাত্রাও। সভা থেকে

বাম-কংগ্রেস-বিজেপির যোগসাজশ নিয়ে তোপ দাগলেন। মমতার কথায়, 'লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে দেখেছেন। মোদি তো ওকে বুকে আগলে রাখেন।' এর পরই তাঁর প্রশ্ন, 'উনি কি সত্যিই কংগ্রেসি নাকি বিজেপির বন্ধু?'

এত বছরে মালদহের দুটি লোকসভা কেন্দ্রে কোনওদিনই জিততে পারেনি তৃণমূল। গত বছর একটি আসন কংগ্রেস ও একটি আসন বিজেপি জিতেছিল। এবার দুটি আসন জিততে মরিয়া তৃণমূল। এবার সেই জেলায় দাঁড়িয়েই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে বিজেপি 'ঘনিষ্ঠ' বলে কটাক্ষ করলেন। শুধু তাই নয়, বাংলায় বাম ও কংগ্রেসকে বিজেপির দুটি চোখ বলেও খোঁচা দেন মমতা। তাঁর কথায়, 'বাংলায় বিজেপির দুটো চোখ, একটা সিপিএম আরেকটা কংগ্রেস!' একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'লোকসভায় কখনও কংগ্রেসকে বাংলার জন্য সরব হতে দেখেছেন? তাহলে কেন ওদের জেতাবেন?'

মুখ খোলেন ইন্ডিয়া জোট নিয়েও। মমতার দাবি, তিনি কংগ্রেসকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাত শিবিরই রাজি হয়নি। সিপিএমের হাত ধরেছে। লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূল ইন্ডিয়া জোট শরিক কংগ্রেসকে দুটো আসন ছাড়তে চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস রাজি হয়নি বলেই দাবি মমতার।

শাসকদলের জঙ্গিপুর জয়ে বড় কাঁটা সুতির শিল্পপতি শাহজাহান

শুভাশিস বিশ্বাস

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র আটের দশক থেকে লালদুর্গ হিসেবে পরিচিত হলেও বিড়ি শ্রমিক ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই লালদুর্গে ফাটল ধরিয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। কাস্তে-হাতুড়ি-তারা ছেড়ে সেবার হাত ধরেছিলেন জঙ্গিপুরের বাসিন্দারা। এরপর ভাগীরথী তীরে এই ভাঙনপ্রবণ এলাকার মাটিতে ফুটেছে জোড়াফুল। তবে ২০২৪-এর জঙ্গিপুরে জোড়াফুলের রমরমার মাঝেও সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়ে ফের চমক দিল কংগ্রেস। অন্যদিকে, আইএসএফ-এর তরফ থেকেও দাঁড় কারানো হয়েছে আরও এক সংখ্যালঘুকে।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও জঙ্গিপুর লোকসভায় বিদায়ী সাংসদ খলিলুর রহমানকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। খলিলুর জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিও। বিড়ি শিল্পপতি হিসেবেও পরিচিত তিনি। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী করেছে উত্তর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষকে। একেবারেই নতুন মুখ। তবে সক্রিয় আরএসএস কর্মী হিসেবে পরিচিত। আর কংগ্রেস এবার প্রার্থী করেছে লালবাগ মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি মোর্তাজা হোসেনকে। তিনি প্রয়াত কৃষিমন্ত্রী আবদুর সাত্তারের নাতি। লালগোলার ছ'বারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আবু হেনার ভাইপোও। পাশাপাশি আইএসএফ-এর তরফ থেকে প্রার্থী করেছে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সুতির শিল্পপতি শাহজাহান বিশ্বাসকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র ১৯৬৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্র কংগ্রেস ও বামেদের দখলেই ছিল। এরপর ২০১৯ সালে তৃণমূলের খলিলুর রহমান এই কেন্দ্র

থেকে সাংসদ হন। সেই খলিলুরকেই ২০২৪-এর লোকসভা ভোটেও সেই খলিলুরকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে জঙ্গিপুরের সবুজ মাটিতে ২০১৯-এ বেশ বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় পদ্মের। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই কেন্দ্রের 'চেনা মুখ' মাফুজাকে প্রার্থী করেছিল স্যাফ্রন ব্রিগেড। এরপরই এই নির্বাচনেই প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। ২০১৯-এর নির্বাচনী ফল জানাচ্ছে, সেবার তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান পান ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৩৮ ভোট।

অন্যদিকে, মাফুজার পক্ষে পড়ে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৬ ভোট। আর ২০১৪ সালের বিজয়ী প্রার্থী কংগ্রেসের অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় পান ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৩৬ ভোট। ২০১৯-এ জঙ্গিপুরের মাটিতে বিজেপির নজরকাড়া উত্থান হলেও ২০২৪-এ মাফুজাকে প্রার্থী করেনি গেরুয়া শিবির। প্রার্থী করা হয়েছে ধনঞ্জয় ঘোষকে। এখানেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারনা, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে কড়া টক্কর দিতে পারতেন বিজেপির মাফুজা। তাঁকে প্রার্থী না করায় বিজেপির লড়াই অনেক কঠিন হয়ে গেল। যদিও মাফুজা জানান, তিনি প্রার্থী না হলেও প্রচার করছেন। মাফুজা মনে করেন, ২০১৯ লোকসভা ভোটের থেকেও এবার ভালো ফল করবেন তাঁদের প্রার্থী। এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরের সব সমীকরণ বদলে দিতে পারেন অপর এক সংখ্যালঘু মুখ। আইএসএফ-এর শাহজাহান বিশ্বাস। এই শাহজাহান তৃণমূলের সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাসের দাদা। পেশায় বিড়ি মালিক। অষ্টম শ্রেণি পাশ, সুতির শিল্পপতি সাজাহান বিশ্বাসের স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটি টাকার। পরিবারে সোনা রয়েছে আড়াই কিলোর কিছু বেশি। গত বছর আয়কর দিয়েছেন প্রায় দেড় কোটি টাকার সামান্য বেশি। শাহজাহানের ভাই ইমানি বিশ্বাসের স্ত্রী সুতি ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তাঁর ভ্রাতৃবধূ রুবিয়া সুলতানা জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তবে শাহজাহান এর আগে কখনও দাঁড়াননি কোনও ভোটে। কখনও সরাসরি রাজনীতি না করলেও একাধিক বার তৃণমূল ও কংগ্রেসের মঞ্চে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৬৭০ নং এফিডেভিট বলে Mallika Samadder D/o. Nitish Chandra Biswas W/o. Sudhansu Sekhar Samadder ও Mallika Biswas D/o. Nitish Biswas R/o. Farm Side Road, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩১ নং এফিডেভিট বলে Debjyoti Mazumder S/o. Debasish Mazumder ও Debjyoti Mazumdar S/o. D. Mazumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে Anushka Basu ও Ayesha Khatun W/o. Jyotirmoy Basu D/o. Jiaul Haque Sardar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhasis Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shambhu Mukherjee ও S. N. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৫৫ নং এফিডেভিট বলে Sk Firoz Hossain S/o. Abdul Rahaman ও Sk Firoj Hossien S/o. Sk. A. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Shrikanta Debsharma ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jogesh Debsharma ও Lt. J. Ch. Debsharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, NAZREENA RAFIQUE, Wife Of FIROZE TAUHID, residing at Greenfield Ambition, Newtown, Kolkata shall henceforth be known as NAZREENA RAFIQUE as declared before the Notary Public Bidhannagar Court, Dist North 24 Pgs. vide affidavit no 4054 Dated 24.04.2024. NAZREENA RAFIQUE and NAZREENA TAUHID both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Afroja Begam wife of Matior Rahaman residing at Vill- Babarpur, P.O.+P.S.-Burwan, District- Murshidabad hereby declare vide affidavit filed before the Ld. Notary Public at Kandi, Dist - Murshidabad dated 29.04.2024 that I have changed my name from Afroja Begam to Afroza Begam. I will be known as Afroza Begam now onwards. Afroja Begam and Afroza Begam is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা

আমমোক্তারনামা নং IV-0032/2015-30/APR/2015

লিখিতং : ১) শ্রী তপন কুমার বিশ্বাস ওরফে বিক্রমাদিত্য বিশ্বাস, পিতা- ঁইন্দুভূষণ বিশ্বাস, সাং-৪১/১৪ জ্যোতিষ রায় রোড, পোষ্ট-নিউ আলিপুর।
২) শ্রীমতি বিমলা বিশ্বাস, স্বামী- ঁগিরীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং-নরেন্দ্রপুর, থানা-জে.বি. পুর-৭১১৪১০।
৩) মিস মিনতী বিশ্বাস, পিতা- ঁগিরীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং-নরেন্দ্রপুর, থানা-জে.বি. পুর-৭১১৪১০।
৪) শ্রীমতি সরমা মজুমদার (বিশ্বাস), স্বামী-চন্দ্রশেখর মজুমদার, সাং-ব্রিক ফিল্ড রোড, পোষ্ট ও থানা-হরিদেবপুর, ৭০০০৮২।
৫) শ্রীমতি অনিমা ঘোষ (বিশ্বাস), স্বামী-শ্রী গোপাল ঘোষ, সাং-৩/এ ভোলানাথ পাল লেন, পোষ্ট-বিডন স্ট্রীট, থানা-গিরিশপার্ক, ৭০০০০৬।
৬) শ্রী বিদ্যাবিনোদ বিশ্বাস, পিতা- ঁবিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, সাং-নরেন্দ্রপুর, থানা-জে.বি. পুর-৭১১৪১০।

ক্রেতা-অভিজিৎ পাল, মাতা-তাপসী পাল, -6/MAR/2024 সালে 0766/2024 দলিল মূলে মৌজা-নরেন্দ্রপুর, দাগ-৫৯৬, ১৯৬ খতিয়ান এল.আর.-১০৭৭ ও ১২৪৬ তিনটি এল.আর. খতিয়ানে ৪.৫০ শতক।

পাওয়ার লিখিতং ঃ গোপাল চন্দ্র ঘোষ, পিতা- ঁসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ Book IV and Being No-00127 নং এক ক্রেতা আমমোক্তারনামা পত্র 10/9/12।
দরখাস্তকারী- চিরঞ্জিত পাল, পিতা-মানিক, মৌজা-নরেন্দ্রপুর, এল.আর. দাগ-৯৫৫, খতিয়ান-১৮৬১, ১০৬৯।

এক ক্রেতা ঃ IV 0765 দলিল মূলে বড়গাছিয়া সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে 6/Mar/24 তারিখে রেজিষ্ট্রি হয়।

সকলের পক্ষে আমমোক্তার গ্রহীতা-তাপস পাল, পিতা-শ্রী রমনীকান্ত পাল, সাং-বানেশ্বরপুর, পোষ্ট-আনুলিয়া, থানা-আমতা, পিন-৭১১৪১০।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১ লা মে, ১৮ ই বৈশাখ। বুধবার। সপ্তমী তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টত্তরী বৃহস্পতি র দশা, বিংশোত্তোরী চন্দ্র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : বুধ বার হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ বুধবার বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ বুধবার খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব

(আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

জেলার নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপারকে কড়া বার্তা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃতীয় দফার নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদে অশান্তির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জেলার নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপারকে কড়া বার্তা পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই বার্তায় বলা হয়েছে নির্বাচন শুরুর সাইলেন্স পিরিয়ড বা ৪৮ ঘণ্টার আগেই সেখানকার পরিস্থিতি যে কোনও মূল্যে স্বাভাবিক করতে হবে। বিশেষ সাধারণ ও পুলিশ পর্যবেক্ষক আলোক সিনহা এবং অনিলকুমার শর্মা। তাদের নির্দেশ জামিন অযোগ্য ধারায় যাদের বিরুদ্ধে অশান্তি সৃষ্টি করার অভিযোগ বা সম্ভাবনা রয়েছে তাদের অবিলম্বে হেপাজতে নিতে হবে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী ৭ মে দেশ তথা রাজ্যে তৃতীয় দফার নির্বাচন। নির্বাচন হবে মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদে। অন্য দিকে, তৃতীয় দফা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলায় রয়েছে বিধানসভা উপ-নির্বাচন। তৃতীয় দফা নির্বাচনকেও আগের দুই দফার মতো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে চায় নির্বাচন কমিশন। সোমবার মুর্শিদাবাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন।

তৃতীয় দফার নির্বাচনে রাজ্যে ব্যবহার করা হবে ৪০৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর মধ্যে প্রথম দু'দফার নির্বাচনে রাজ্যেই রয়েছে ৩৮২ কোম্পানি। বাকি ২৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হবে তৃতীয় দফার নির্বাচনে। চতুর্থ নির্বাচনে চারটি কেন্দ্রে কমবেশি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাকি ২৪কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কাজ শেষ হতে পারে। তবে নির্বাচন হওয়ার আগেই বারে বারে উত্তপ্ত হয়েছে মুর্শিদাবাদ। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুর্শিদাবাদ চিন্তায় ফেলেছে কমিশনকে।

যাতে এই অঞ্চলে নতুন করে আর অশান্তি না-হয় তাই এলাকায় যাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। গতকাল, সোমবার মুর্শিদাবাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুরের ডিএম ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নীতেশ ব্যয়াস এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের আধিকারিকরা। ওই বৈঠকে ছিলেন বিশেষ পুলিশ অবজারভার অনিলকুমার শর্মা এবং বিশেষ সাধারণ অবজারভার আলোক সিনহা। ছিলেন স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার আনন্দ কুমারও।

পাশপাশি যেসব জায়গায় ইতিমধ্যেই নির্বাচন শেষ হয়েছে সেখানে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কী পদক্ষেপ করেছে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে বৈঠকে। এরিয়া ডোমিনেশন ও কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজরস হচ্ছে কি না, সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়। মুর্শিদাবাদে যাতে আর কোনওরকম আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না-হয় সেই বিষয়ে কড়া নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। এছাড়াও চতুর্থ দফার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক হয়। চতুর্থ দফার নির্বাচনী প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খা পরিস্থিতি, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন-সহ ওয়েবকাস্টিং, কিউআরটি ও আরও একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মে মাস থেকেই বর্ধিত হারে বেতন-ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কেরা মে মাস থেকেই বর্ধিত হারে বেতন ও ভাতা পাবেন। একই সঙ্গে গত চার মাসের বকেয়া বর্ধিত বেতনও পাওয়া যাবে বলে বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়ক এই তিন স্তরে বর্ধিত বেতন পাবেন। বিগত মার্চ মাস পর্যন্ত বিধায়কদের বেতন ছিল প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা। তা বেড়ে হল ৫০ হাজার টাকা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীরা এত দিন মাসে ১০ হাজার ৯০০ টাকা করে পেতেন। এখন থেকে তাঁরা পাবেন ৫০ হাজার ৯০০ টাকা। এ ছাড়া, রাজ্যে যে পূর্ণমন্ত্রীরা আছেন, তাঁদের বেতন ছিল ১১ হাজার টাকা। তাঁরা বেতন বাবদ এ বার থেকে ৫১ হাজার টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, সরকারের বেতন কাঠামো অনুযায়ী, ভাতা এবং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য সব মিলিয়ে রাজ্যের বিধায়কেরা এত দিন মোট ৮১ হাজার টাকা পেতেন। এ বার থেকে তাঁদের মোট প্রাপ্য হবে ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং প্রতিমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রীরা এত দিন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পেতেন। এ বার থেকে তাঁরা পাবেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

সব মিলিয়ে মে মাসের শুরুতে প্রায় ২ লক্ষ টাকার বেশি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। তবে মাস পয়লায় সেই বেতন বা বকেয়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই বিধানসভা সূত্রে খবর। কারণ প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, পয়লা মে সরকারি ছুটি থাকায় বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না। নতুন বেতন দিতে পদ্ধতিগত কিছু বিষয় রয়েছে, যা শুরু হবে বৃহস্পতিবার ২ মে থেকে। মাঝে শনি এবং রবিবার ছুটির দিন। তাই মনে করা হচ্ছে, আগামী সোমবার ৬ মে থেকে এপ্রিল মাসের বেতন পাবেন বিধায়কেরা।

চতুর্থ দফায় রাজ্যে আটটি আসনে ৭৫ জন প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় রাজ্যে আটটি আসনে মোট ৭৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ওই পর্বে আগামী ১৩ই মে বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বোলপুর বীরভূম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর ও আসানসোল লোকসভা আসনের জন্য ভোট নেওয়া হবে। চতুর্থ পর্বে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সোমবার ছিল শেষ দিন। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন চূড়ান্তভাবে ওই আসনের প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দিয়েছে। চতুর্থ পর্বে ৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে সবথেকে বেশি প্রার্থী রয়েছেন বহরমপুরে ১৫ জন। বীরভূমে মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসনে রয়েছেন। কৃষ্ণনগরে ১১ জন, বর্ধমান দুর্গাপুর এবং বোলপুর আসনে ৮ জন করে এবং রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব এবং আসানসোল আসনে সাতজন করে প্রার্থী থাকছেন বলে কমিশন জানিয়েছে।

এদিকে লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দফার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের পর্ব চলেছে জোর কদমে। পঞ্চম পর্বের জন্য এ পর্যন্ত ৩০ টি মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে। অন্যদিকে ষষ্ঠ দফার জন্য এ পর্যন্ত মনোনয়ন জমা পড়েছে ১০টি।

শ্যামবাজারে ভোট প্রচারে উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়।

শাসকদলের জঙ্গিপুর জয়ে বড় কাঁটা সুতির শিল্পপতি শাহজাহান

প্রথম পাতার পর

প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাজাহান ঠিকাদার হিসেবে সাগরদিঘি কলেজ তৈরি করেছেন। রঘুনাথগঞ্জে প্রণববাবুর বাড়িটিও তাঁর হাতে তৈরি। ভোট এলেই বহুবার বিভিন্ন দলের প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম হাওয়ায় ভাসলেও শিকে ছেঁড়েনি। এবারও কংগ্রেস শিবিরে উঠেছিল শাহজাহানের নাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে মনোনয়ন দেয় আইএসএফ। এই শাহজাহান-ই ২০২৪-এর নির্বাচনে তৃণমূলের জেতার পথে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়ালেন বলে ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। এদিকে ইতিমধ্যেই নৌসাদ সিদ্দিকি তাঁর হয়ে জঙ্গিপুরে সভাও করে গেছেন। এদিকে ইমানি জানিয়েছেন, 'দাদা হলেও সাজাহান আলাদা থাকেন। কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই আমাদের মধ্যে। তাই বলতে পারি সুতিতে অন্তত ১৫ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকবে তৃণমূল।' তৃণমূলের প্রার্থী খলিলুর রহমান বেশ কটাক্ষের সুরেই জানিয়েছেন, 'দাঁড়িয়েছেন যখন, তখন ভোট তো কিছু পাবেনই তবে তা হাতে গোনা। তাই খুব একটা গুরত্ব দিচ্ছি না আইএসএফকে।'

এদিকে জঙ্গিপুরে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক চিত্রটা শাসকদলের অনুকূলেই বলা যায়। কারণ, ২০১৬ সালের পর জঙ্গিপুরের শাসকদলের সংগঠনের কাছে বিরোধীরা ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিরোধী শিবিরের একের পর নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি ও কর্মী শাসক শিবিরের যোগ দিয়েছে। একদিকে তৃণমূলের জনমুখী উন্নয়ন অপরদিকে বিরোধী শিবিরের সাংগঠনিক দুর্বলতার জেরে বেশ কিছুটা স্বস্তিতে শাসক শিবির। যদিও শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, কাটমানি ও দীর্ঘদিন ধরে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না হওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে জনমানসে। সেই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে আসরে নেমেছে বিরোধীরা। শুধু ক্ষোভ-ই নয়, নির্বাচনী প্রচারেও আনা হয়েছে নতুনত্ব। বীরভূম জেলা থেকে আগত সানাই বাদকদের সঙ্গে নিয়ে অভিনব নির্বাচনী প্রচারে গ্রামে গ্রামে ঝড় তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষ। সানাইয়ের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে ঢোল, কাঁসর ও বাজনাও। সামগ্রিক ভাবে জঙ্গিপুরে শাসকদলের দিকে জয়ের পাল্লা ঝুঁকে থাকলেও শেষ মুহূর্তে সব হিসেব বদলে যেতে পারে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে। জঙ্গিপুরে এবার একাধিক সংখ্যালঘু প্রার্থী থাকায় এই ভোট কাটাকাটির গেলা বিজেপির অ্যাডভ্যান্টেজ হয়ে দাঁড়ায় কি না সেটাই দেখার।

হাওড়া সদরে মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়া সদরে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী।

মে দিবসে কম মিলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মে-দিবস উপলক্ষে বুধবার মেট্রো রেল ব্লু লাইনে ২৮৮টি পরিষেবার পরিবর্তে ২৩৪টি পরিষেবা পরিচালনা করবে। যার মধ্যে ১১৭টি থাকবে আপ লাইনে এবং ১১৭টি ডাউন লাইনে।

দিনের প্রথম পরিষেবা

সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

সকালে ৬টা ৫৫মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

সকাল ৭টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

শেষ পরিষেবা -

রাত ৯টা ২৮ মিনিটে-দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

রাত ৯টা ৩০ মিনিটে-কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

রাত ৯টা ৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

রাত ৯টা ৪০ মিনিটে-কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত। (পরিবর্তন নেই)

তবে গ্রিন লাইন, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনে সাধারণ পরিষেবাগুলি এদিন উপলব্ধ থাকবে।

শেখ শাহজাহানের 'গডফাদার' পার্থ ভৌমিক: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পর শেখ শাহজাহানের গডফাদার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন সকালে তিনি নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামনগর তেরঙ্গী মোড় থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেন। গারুলিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে ভারত হাউজিংয়ে গিয়ে তিনি প্রচারে শেষ করেন। তাঁর অভিযোগ, অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের করের টাকা দিয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ছেন। এটা বাংলার লজ্জা।

প্রসঙ্গত সন্দেশখালির একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা এখন জেলে। তাঁর কুকীর্তি সামনে আসতেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। জোর করে জমি দখল থেকে মহিলাদের ওপর অত্যাচার এমনকী রেশন দুর্নীতিতে শাহজাহান যুক্ত বলে অভিযোগ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। এ হেন শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে কেন পুলিশের ৫৫ দিন লেগে গিয়েছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ মে ২০২৪, ১৮ বৈশাখ, বুধবার

রাজভবন, কলকাতা জাদুঘর সহ বিভিন্ন দপ্তর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ই-মেল

চিরুনি তল্লাশি সমস্ত জায়গায়

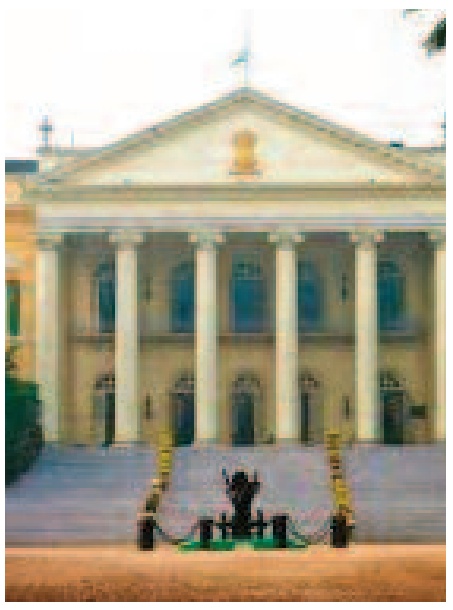

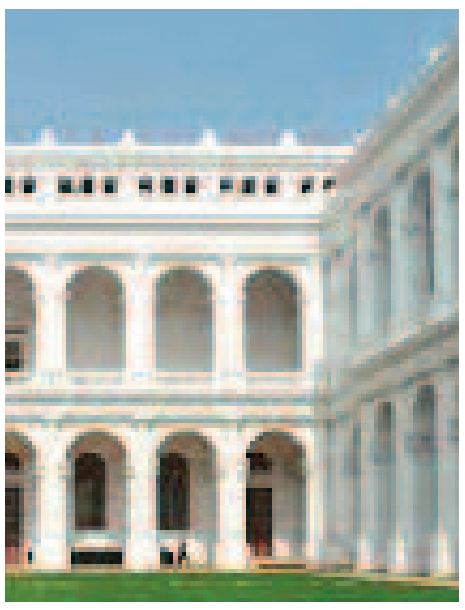

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩ দিনের ব্যবধানে দু'বার কলকাতা বিমানবন্দরে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ই-মেল এসেছিল। এবার রাজভবন, কলকাতা জাদুঘর সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নাশকতার হুমকি দিয়ে এল ই-মেল। লালবাজার সূত্রে খবর, এই মেলটি পাঠানো হয়েছে 'টেরোরাইজার ১১১' জঙ্গি সংগঠনের তরফ থেকে। এই হুমকি মেল পাওয়ার পরই তদন্তে নেমেছে লালবাজার। এর পাশাপাশি রাজভবনে ও জাদুঘরে চলে চিরুনি তল্লাশি। স্নিফার ডগ দিয়ে চলছে তল্লাশি অভিযান। যে যে সরকারি দপ্তরে এই মেল এসেছে সেখানেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের একাধিক টিম বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ৫ জানুয়ারি এই সংগঠনের তরফে একই হুমকি মেল পাঠানো হয়েছিল জাদুঘরে। ৫ই জানুয়ারি কলকাতা পুলিশের ই-মেল আইডিতে একটি মেল আসে। সেখানে কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরকে উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। একটি স্বঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এই হুমকি সংক্রান্ত ইমেল পাঠিয়েছে বলেই জানানো হয়েছিল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

গত শুক্রবারের পর সোমবারও কলকাতা বিমানবন্দরে বোমা রয়েছে বলে হুমকি মেল এসেছিল দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ম্যানেজারের কাছে। এর আগেও আরও ২ বার মোট ৩ বার কলকাতা বিমানবন্দরে এইরকম হুমকির মেইল আসে। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। হুমকি মেল-এ প্রেরকের নাম, 'হ্যালো, আমরা টেরোরাইজার ১১১'। মেলে লেখা হয়, 'আমরা আপনাদের জানাচ্ছি, আমরা আপনার বিল্ডিংয়ের ভিতরে একাধিক বিস্ফোরক ডিভাইস রেখেছি। আমরা নিশ্চিত করব যে অনেক লোক মারা যাবে। এটাই এই হামলার মূল কারণ। বিদায়, আপনি রক্তস্নাত হবেন।' এদিকে গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে লোকসভা নির্বাচন। আগামী সপ্তাহেই রয়েছে তৃতীয় দফার ভোট। এর মাঝেই এই হুমকি মেল চিন্তা বাড়িয়েছে। বিশেষত, একাধিক সরকারি দফতরে এই একই মেল আসায় বিষয়টি নিয়ে দ্রুত তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। মেলটি কোন আইডি থেকে পাঠানো হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনও সার্ভার থেকে এসেছে কিনা, সে ব্যাপারে তদন্ত করে দেখছে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। যে জঙ্গি সংগঠনের নাম নিয়ে এটা পাঠানো হয়েছে, সেই সম্বন্ধেও বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

ফের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেল রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরও একবার জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেল জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন পার্থ। মঙ্গলবার শুনানিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'তদন্ত যে পর্যায়ে রয়েছে এই মুহূর্তে জামিন মঞ্জুর করা সম্ভব নয়।' অসুস্থতা সহ একাধিক যুক্তিতে নিম্ন আদালতে বারবার জামিনের আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে সে আর্জি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে না হওয়ায় তা গ্রাহ্য করেনি আদালত। এদিকে এক বছরেরও বেশি সময় গারদেই কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি।

২০২২ সালের ২২ জুলাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। এখন তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি রয়েছেন। সে সময় পার্থর বান্ধবী অর্পিতার টালিগঞ্জ ও বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে নগদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কারও। সামনে আসে টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির প্রসঙ্গও।

সম্প্রতি নিয়োগ মামলার রায় দিতে গিয়ে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে হাইকোর্ট। ফলে রাতারাতি চাকরি খুইয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এ ব্যাপারে মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিমকোর্টে। এদিকে নিয়োগ মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর একাধিকবার জামিন চেয়েছেন পার্থ। শারীরিক অসুস্থতার প্রসঙ্গ তুলে সম্প্রতি ফের জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন পার্থর আইনজীবী। পাল্টা হিসেবে ইডির তরফে পার্থর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়।

জামিনের বিরোধিতা করে ইডির তরফে বারবারই বলা হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রভাবশালী। তিনি জামিনে বাইরে বের হলে তথ্য প্রমাণ নষ্ট করতে পারেন। এবারও পার্থর জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি।

বিজেপির ৬ প্রার্থীকে দেওয়া এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে শুরু হতে চলেছে লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনের ঠিক মুখে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হল বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র সহ মোট ৬ বিজেপি প্রার্থীকে। এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে বিজেপির এই ৬ প্রার্থীকে। ফলে এরপর থেকে সিআইএসএফ জওয়ান পরিবৃত হয়েই থাকবেন তাঁরা। যে ৬ প্রার্থীকে এই এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বহরমপুরের নির্মল সাহা, মথুরাপুরের অশোক পুরকাইত, জয়নগরের অশোক কাণ্ডারী, রায়গঞ্জের কার্তিক পাল ও ঝাড়গ্রামের প্রণত টুডু।

৬ বিজেপি প্রার্থীকে নিরাপত্তা

বসিরহাটের রেখা পাত্র, বহরমপুরের নির্মল সাহা, মথুরাপুরের অশোক পুরকাইত, জয়নগরের অশোক কাণ্ডারী, রায়গঞ্জের কার্তিক পাল ও ঝাড়গ্রামের প্রণত টুডুকে এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালি-কাণ্ড সামনে আসার পর প্রতিবাদী মুখ হিসাবে উঠে আসে রেখা পাত্রের নাম। রেখা সেই মহিলা, যিনি আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার পরই গ্রেপ্তার হন শিবু হাজরা, উত্তম সর্দাররা। সেই রেখাকেই বিজেপি এবার প্রার্থী করে নিঃসন্দেহে এক বড় চমক তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতিতে। শুধু তাই নয়, বসিরহাট কেন্দ্র থেকে তাঁর নাম ঘোষণার পরই শুধু সন্দেশখালিই নয়, বসিরহাট লোকসভার বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি। সন্দেশখালির ঘটনার পর রেখাকে বিজেপি দলীয় প্রার্থী করার পর থেকেই তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছিল। সূত্রের খবর, রেখাকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে প্রথম থেকেই একটা ভাবনাচিন্তা করাও হচ্ছিল। এদিকে তবে প্রার্থী হওয়ার পরই নিজের নিরাপত্তা ব্যাপারে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল এই রেখা পাত্রকে। অবশেষে বসিরহাটের নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে তাঁর সেই অনুরোধ রাখল কেন্দ্র। বিজেপি শিবির সূত্রে খবর, রেখার নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে দ্রুত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্র।

রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার আদালতের প্রশ্নের মুখে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ল ইডি। মঙ্গলবার রেশন দুর্নীতি মামলায় শংকর আঢ্য এবং বাকিবুরদের আদালতে পেশ করা হয়। সেখানেই বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়ে ইডি। প্রশ্ন করা হয়, এই মামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? ফুড ডিপার্টমেন্টের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? তদন্তকারী অফিসার জানান, ডিস্ট্রিবিটরদের সঙ্গে কথা বলে শস্য কম সরবরাহ করার কথা জানা গিয়েছে। সরকারি আধিকারিকের সিল পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন ইডি আধিকারিকরা। এদিন আদালতের প্রশ্ন করা হয়েছে, কোন কোন অফিসারের নামে সিল মিলেছে? সেই অফিসারদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে কি না। তদন্তকারীরা জানান, সিলে নাম থাকা আধিকারিকদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে আধিকারিকরা দাবি করেছিলেন, গ্রাহকদের পরিমানে কম আটা দেওয়া হচ্ছিল। সেটা যাচাই করতে কোনও ডিলারদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নও ওঠে। ইডি-র বক্তব্য, উদ্ধার হওয়া তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষীদের বয়ানের উপর ভিত্তি করেই তদন্ত এগিয়েছে। যদিও বিচারকের বক্তব্য, পিএমএলের ৫০ নম্বর ধারা অনুযায়ী শুধু বয়ান নিলেই হবে না। সেই বয়ান যাচাই করে দেখতে হবে।

দেহাবসান সারদা মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষা আনন্দপ্রাণা মাতাজির

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেহাবসান হল সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রেসিডেন্ট আনন্দপ্রাণা মাতাজির। মঙ্গলবার সকালে ১০ টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠের সদর দপ্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা মাতাজির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর অগণিত শিষ্যা, অনুগামীরা।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ থেকে প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণার দেহ দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠের প্রধান কার্যালয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। সেখানেই ভক্তেরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ভক্তদের শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতে তাঁর শেষকৃত্য হবে বলে মঠের তরফে জানানো হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তিনি।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দপ্রাণা মাতাজির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন। শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট করেন এক্স হ্যান্ডলে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণার সমাজসেবামূলক কাজের কথা স্মরণ করেছেন তিনি।

সারদা মঠের পঞ্চম সভাপতি ছিলেন প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা মাতাজি। ১৯২৭ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই যোগাযোগ ছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে। বেলুড় মঠের সপ্তম সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। ১৯৫৭ সালে প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা বাগবাজার নিবেদিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে সারদা মঠের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। ২০২২ সালে এই মঠের চতুর্থ সভাপতি প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণার জীবনাবসানের পর, ২০২৩ সালের ১৪ জানুয়ারি ওই পদে বসেন আনন্দপ্রাণা মাতাজি।

কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে আইনজীবী বিকাশরঞ্জনকে ঘিরে ক্ষোভ চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়েছে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি। এসএসসি-র প্যানেল বাতিল ইস্যুতে বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে চাকরিহারারা বিক্ষোভ দেখালেন কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরেই। মঙ্গলবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে ছিল নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সেই শুনানি শেষ হওয়ার পর বিকাশ রঞ্জন বাইরে আসতেই তাঁকে ঘিরে ধরে একদল ঘিরে ধরে বলতে শুরু করেন, 'আপনার জন্য প্যানেল বাতিল হচ্ছে।' সঙ্গে চলে স্লোগানও। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিকাশের জন্যই চাকরি হারাতে হচ্ছে অনেককে। বিকাশই 'চাকরি খেয়ে নিচ্ছেন' বলেও দাবি করেন বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ। যদিও বিক্ষোভের মুখে পড়ে কোনও কথা বলতে শোনা যায়নি বিকাশরঞ্জনকে। হেঁটে সোজা বেরিয়ে যান তিনি। এদিনের এই ঘটনা পুলিশের নজরে পড়তেই বিক্ষোভকারীদের ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন পুলিশকর্মীরা।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। ২০১৪ সালের টেট নিয়োগেও দুর্নীতির ইঙ্গিত মিলেছে। প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই রিপোর্টে উঠে এসেছে ব্যাপক বেনিয়মের ইঙ্গিত। নকল ওয়েবসাইট তৈরি করে নিয়োগ থেকে শুরু করে পাশ না করা প্রার্থীদের বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার সেই তথ্য বিচারপতি মান্থার এজলাসে পেশ করা হয় সিবিআইয়ের তরফ থেকে। এই নিয়ে মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের বক্তব্য জানানোর কথা ছিল। কিন্তু এদিন আরও কয়েকজন প্রার্থী মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদন জানান। আদালত সবাইকে মামলায় যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেয়। সেই মামলায় মূল মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রাথমিকের বিকৃত ওএমআর শিট নিয়ে মামলার শুনানি চলাকালীন, কীভাবে প্রাথমিক নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিটে কারচুপি হয়েছে, তা নিয়ে সওয়াল করতে দেখা যায় বিকাশরঞ্জনকে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই এসএসসি মামলার রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়ে ২০১৬ সালের প্যানেলটিকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার, এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সোমবার শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানি ছিল। তবে সেই শুনানিতে এখনই হাইকোর্টের প্যানেল বাতিলের রায়ের উপরে কোনওরকম স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমাবার। এদিকে এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকেও। এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল লেখেন, 'বাম, কংগ্রেস, বিজেপি মুখে বলছে যোগ্যদের চাকরি চাই। কিন্তু ভুল সংশোধন করে তৃণমূল সরকার যখন যোগ্যদের চাকরির চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন ওদের উকিলরা গোটা প্যানেল বাতিলে মরিয়া। এই দ্বিচারিতা মানুষ বুঝতে পারছে। এরা সব লন্ডভন্ড করে শুধু রাজনৈতিক ফায়দা চাইছে। এই দ্বিচারিতার মুখোশ খুলছে।'

ত্রুটি সংশোধন

'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পড়ুয়াদের চাকরি দিতে আগ্রহী নয় কোনও সংস্থা!' -এই শীর্ষকে মঙ্গলবার 'একদিন'-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট (এইচওডি) মহালয়া চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছিল। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর মহালয়াদেবী একদিন-এর অফিসে যোগাযোগ করে জানান, তিনি আদৌ এ ধরনের কোনও বক্তব্য রাখেননি প্রতিবেদক সুবীর মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সেই কারণেই মঙ্গলবারে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তারই প্রেক্ষিতে মহালয়া চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য পেশ করা হল আমাদের কাগজে। এই প্রসঙ্গে মহালয়াদেবী স্পষ্ট জানিয়েছেন, এহেন মিথ্যা সংবাদ সুবীর মুখোপাধ্যায় কোথা থেকে করলেন? ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে অর্থনীতি বিভাগের পূর্ব অভিজ্ঞতা ভালো। এবছরেরও চল্লিশের বেশি চাকরি পেয়েছেন। বরং এরই রেশ ধরে মহালয়াদেবী এও জানিয়েছেন যে, সারা ভারতে যেখানে ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট খুব খারাপ। বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেও মাত্র ৩৫ শতাংশ চাকরি পেয়েছেন। এমন এক অবস্থাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই মানচিত্রের বাইরে থাকতে পারে না। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে অন্যবছরের তুলনায় প্লেসমেন্ট কম হলেও শূন্য নয়। দ্বিতীয়ত, ২০২২ সালে ৪০ জন সফল পড়ুয়ার তালিকা পাঠানো সত্ত্বেও কেউ নাকি উচ্চবাচ্য করেননি। প্লেসমেন্ট সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকলে তিনি জানবেন যে এ ভাবে কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনও তালিকা পাঠানো যায় না বা তালিকা পাঠানো হয় না।

কেউটিয়ায় বিজেপি নেতার মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাসুদেবপুর থানার পানপুর-কেউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা বিজেপি নেতা শুকদেব বিশ্বাসের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় তাঁর পরিবার। যদিও পুলিশের দাবি, গত ২৬ এপ্রিল বেলার দিকে শিবদাসপুর থানার হালিশহর পাঁচমাথা মোড়ে একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহী শুকদেব বিশ্বাসের। তবে পুলিশের দাবি মানতে নারাজ মৃতের পরিবার। মঙ্গলবার সকালে মৃতের বাড়িতে আসেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তিনি মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি শুকদেবের মৃত্যুর ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানান তিনি।

বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, এলাকায় ঝান্ডা লাগানোয় তৃণমূলের হার্মাদরা শুকদেবকে ধমক দিয়েছিল। তাঁর দাবি, ওকে পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে। তিনি বললেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। অন্য দিকে মৃতের স্ত্রী শুক্লা বিশ্বাসের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকার তৃণমূলিরা তাঁর স্বামীকে হুমকি দিচ্ছিল। যারা হুমকি দিচ্ছিল তারাই স্বামীকে খুন করেছে। অথচ পুলিশ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে চালাতে চাইছে। শুক্লাদেবীর দাবি, দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়নি। স্বামীকে মেরে দু'হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেরে ওঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পায়ে গুলি করা হয়েছিল। এমনকী ওঁর সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। শুক্লা দেবী বলেন, 'এদিন বিজেপি প্রার্থী তাঁর বাড়িতে এসে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে উনি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন।' শুক্লাদেবী জানান, ঘটনার দিন গত ২৬ এপ্রিল বেলা সাড়ে ১২ নাগাদ একটা ফোন পেয়ে অর্ধেক খেয়ে বাড়ি থেকে স্বামী বেরিয়ে যান। দুপুর ২-১৫ মিনিট নাগাদ একজন ফোন করে জানায় স্বামী দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। খবর পেয়ে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন। ওখানে তাঁর স্বামীকে তিন ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। তারপর কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে নিয়ে যেতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্পাদকীয়

ক্রমাগত নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে চলেছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ

গত ১০০ বছরে এমন বৈষম্য দেখেনি দেশবাসী। যখন শাসক ও তাঁর সহযোগীরা দেশবাসীকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার, অর্থাৎ সাত ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির ধুয়ো তুলে খোয়াব দেখছেন এ বারের ভোটটা পার করার, ঠিক সেই সময়ে 'ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি ল্যাব'-এর একটি মারাত্মক রিপোর্ট ফুটো করে দিয়েছে প্রচারের সেই ঢাউস ফানুস। জানা গিয়েছে, গত একশো বছরের মধ্যে বর্তমান শাসনকালেই দেশের আর্থিক বৈষম্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। ভারতের মোট আয়ের ২২.৬ শতাংশ এবং মোট সম্পদের ৪০ শতাংশেরও বেশি জমা হয়েছে সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ মানুষের হাতে। আর দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ মানুষের কাছে পড়ে আছে দেশের মোট আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ। এই ১ শতাংশের বাৎসরিক আয় গড়ে ৫৩ লক্ষ টাকা, যা বাকি ৯৯ শতাংশ ভারতবাসীর গড় আয়ের ২৩ গুণ। এই ১ শতাংশের মধ্যে প্রথম কয়েক জনের আয় আবার ঘণ্টায় কয়েকশো কোটি টাকা। রিপোর্টে আরও দেখিয়েছে, গত শতকের ৮০-র দশকের পর থেকে অসাম্য ক্রমাগত বাড়তে শুরু করেছিল ভারতে। অবশেষে ২০১৪-১৫ থেকে ২০২২-২৩ সময়কালে, অর্থাৎ কেন্দ্রে বর্তমান সরকার আসার পর থেকে ধনী-গরিবের আর্থিক বৈষম্য চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। ভারতের মতো একটি রাষ্ট্রে অর্থব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মেই ধনী-গরিবের আর্থিক বৈষম্য থাকার কথা। ফলে, ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও স্বাধীন ভারতে আর্থিক বৈষম্য ঘোচেনি। অতীতের কংগ্রেস সরকারের পথ ধরে হেঁটে বর্তমান বিজেপি সরকার আরও কয়েক ধাপ এগিয়েছে। এই সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে গোটা দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদ হাতের মুঠোয় পুরেছে আদানি-অম্বানীদের মতো হাতেগোনা বৃহৎ পুঁজিপতি। তাই ক্রমাগত নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে চলেছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ। এক ধনবাদী রাষ্ট্রের শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিণতি এমনই। সেই সত্যই উঠে এসেছে 'ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি ল্যাব'-এর সাম্প্রতিক এই রিপোর্টে। বর্তমানে অর্থনীতিবিদেরা যত উপদেশই দিন না কেন, সেগুলি সাময়িক টোটকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজের উচ্ছেদ ছাড়া কোনও দাওয়াই-ই টিকবে না। যে দলই ক্ষমতায় আসছে, তারা পুঁজিবাদের সেবা করতে গিয়ে নিজেরাই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং জনগণকে শোষণ করছে। সব দলই ভোটের আগে জনগণের ত্রাতা সাজে, গরিবের স্বার্থের কথা বলে, নানা গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয়, কল্পতরু রূপ ধারণ করে। পরে এরাই ভোটে জিতে মসনদে বসে গরিবের বিরুদ্ধে একটার পর একটা নীতি গ্রহণ করে, আর ধনীদের সেবা করে।

জন্মদিন

আজকের দিন

মান্না দে

১৯১৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মান্না দের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারির জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকারের জন্মদিন।*

আজ পয়লা মে। মহান মে দিবস। খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার আদায়ের রক্তঝরা দিন। এই দিনের ইতিহাস নিয়ে আজ কলম ধরলেন **কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ**

আজ মে দিবস

আগে শ্রমিকদের প্রতিদিন কাজ করতে হতো একটানা ১২ ঘণ্টা। তারই প্রতিবাদে ১৮৮২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বিভিন্ন কলকারখানার প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক তাঁদের অধিকার নিশ্চিতের দাবিতে নিউইয়র্ক শহরে প্রথম সমাবেশের মধ্যে দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, তাতেই সাড়া দিয়ে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা দৈনিক আট ঘণ্টার কাজ এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে।

তাদের ব্যাপক আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ৩ মে। তাদের আন্দোলন যাতে আর বেশি দূর ছড়িয়ে পড়তে না পারে এবং আরও বেশি শ্রমিক যাতে সেখানে জড়ো হতে না পারে সে জন্য পুরো জমায়েতটাকে ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ।

ঠিক তখনই জমায়েত থেকে কোনও এক আন্দোলনকারী, কারও কারও মতে, ওই ভিড়ে মিশে থাকা মালিকপক্ষের ভাড়া করা কোনও এক দুষ্কৃতী পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। আহত হয় এক পুলিশ। তখনই পুলিশ প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে শ্রমিকদের ওপরে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো জায়গাটা হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। প্রাণ হারান ৬ জন শ্রমিক।

এর ফলে পর দিন, মানে ৪ মে বিভিন্ন জায়গা থেকে হে মার্কেটে হাজার হাজার শ্রমিক এসে জড়ো হতে শুরু করেন। স্লোগান ওঠে — আট ঘণ্টার শ্রম, আট ঘণ্টার ঘুম এবং আট ঘণ্টার বিনোদন।

সেই প্রতিবাদ সভায় আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে কারখানার মালিকদের ভাড়া করা গুন্ডারা বোমা ছোড়ে এবং তাতে আরও ৪ জন শ্রমিক মারা যান।

সেই সঙ্গে আহত হন জমায়েতে আসা বহু লোক। আহত হয় বেশ কিছু পুলিশও।

গ্রেফতার হন অগণিত আন্দোলনকারী। পরে গ্রেফতার হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ধর্মঘট সংঘটিত করার দায়ে অগাস্ট স্পাইস নামে এক শ্রমিক নেতা-সহ মোট ৬ জনের ফাঁসি হয়। জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় আত্মহনন করেন এক শ্রমিক নেতা।

এই ঘটনার প্রায় তিন বছর পর, ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে ১ মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লেভিন এবং তার পরের বছর থেকেই সারা বিশ্ব জুড়ে এই দিনটি পালিত হচ্ছে।

এখন দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের নির্ধারিত সময় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্বীকৃত। এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকা-সহ ছোটে-বড় সমস্ত দেশেই পালিত হয় 'মহান মে দিবস'।

মে দিবসের অর্থ — শ্রমজীবী মানুষের উৎসবের দিন, জাগরণের গান, শোষণ-মুক্তির অঙ্গীকার, ধনকুবেরের-ত্রাস আর সংগ্রাম ঐক্য ও গভীর প্রেরণায় দিন বদলের দৃপ্ত শপথ নেওয়ার দিন।

এই পয়লা মে দিনটিকে মর্যাদা দিতে ভারত-বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং এ দিনটি তাদের কাছে জাতীয় ছুটির দিন।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম শহরে সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করার জন্য সমস্ত সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এই সম্মেলনেই বিশ্ব জুড়ে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন মে মাসের ১ তারিখে 'বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না-করার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করার দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই এটা কার্যকর হয়। বহু দিন আগে থেকেই সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং কিছু কট্টর সংগঠন তাদের দাবি জানানোর জন্য এই মে দিবসটিকেই মুখ্য দিন হিসাবে বেছে নিয়েছে।

কোনও কোনও জায়গায় শিকাগোর হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে এ দিন আগুনও জ্বালানো হয়।

পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, চিন, কিউবা-সহ বিশ্বের অনেক দেশেই মে দিবস হল একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সে সব দেশে এ দিন সামরিক কুচকাওয়াজেরও আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতেও এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে।

আমেরিকা ও কানাডায় অবশ্য মে মাসে নয়, সেপ্টেম্বর মাসে*শ্রম দিবস পালিত হয়। ১৮৯৪ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জন স্পারও ডেভিড থমসন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবারটিকে কানাডায়*সরকারি শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

কানাডার এই দিনটিকেই আমেরিকার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমের নাইটও শ্রম দিবস হিসেবে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। হে মার্কেটের হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড মনে করেছিলেন, পয়লা মে তারিখে যে কোনও সমাবেশই হানাহানিতে পর্যবসিত হতে পারে। সে জন্য ১৮৮৭ সালেই তিনি নাইটের সমর্থিত শ্রম দিবস পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

আর্জেন্টিনায়*১৮৯০ সালে*প্রথম শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। এ দিনটিতে সাধারণ ছুটি থাকে এবং সরকারিভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। প্রধান শহরগুলোতে রাস্তায় শ্রমিকেরা শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৯৩০ সালে এ দিনটিকে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

ব্রাজিলেওল শ্রমিক দিবস সাধারণ ছুটি হিসেবে পালিত হয়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো সারা দিন ধরে আলোচনা-অনুষ্ঠানের আয়জন করে। এ দিন ঐতিহ্যগতভাবে অধিকাংশ পেশাদার বিভাগের ন্যূনতম বেতনকাঠামো পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

১৯৬২ সাল থেকে আলজেরিয়ায় পয়লা মে জাতীয় শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ দেশে পয়লা মে সবেতন ছুটির দিন।

বলিভিয়ায় পয়লা মে তারিখটিকে শ্রমিক দিবস এবং সাধারণ ছুটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রায় সব শ্রমিকই এই দিনটিকে ভীষণভাবে সম্মান করে।

বাংলাদেশেও মে দিবসে সরকারি ছুটি। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়ে থাকেন। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন দিনটি পালন করতে শোভাযাত্রা, শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকে।

মে দিবসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশন-সহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করে। প্রতি বছর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে মে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। গত বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল--- মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষ মুজিববর্ষে গড়ব দেশ।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মে দিবস এক স্মরণীয় অধ্যায়। মে দিবস আজ হাজার হাজার শ্রমিকের পায়ে চলা মিছিলের কথা, আপসহীন সংগ্রামের কথা বলে। মে দিবস হল দুনিয়ার শ্রমিকদের এক হওয়ার ব্রত। আন্তর্জাতিক সংগ্রাম আর সৌভ্রাতৃত্বের দিন। প্রকৃতপক্ষে, মে দিবস বলতে বোঝায় শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস ও তাদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনমুখর একটি ঐতিহাসিক দিন।

এই দিনটিকে মে দিবস ছাড়াও বলা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। আন্তর্জাতিক শ্রমিক হত্যা দিবস, লেবার ডে, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার ডে। মেহনতি জনতার আন্তর্জাতিক সংহতি ও সংগামের স্মৃতিস্মারক দিবস।

তবে সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা হল, ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের উৎপত্তি হলেও আমেরিকায় কিন্তু শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার।

মে দিবস: শ্রমিক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা

রথীন কুমার চন্দ

নিরীহ, নিপাট, ভেতো আর ঘরমুখো বাঙালীর 'মে দিবসের' মোদ্দা কথা স্রেফ সাদামাটা ছুটির দিন।মে দিবসে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ভাবনা চিন্তা মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেছে।আন্দোলনের লাল উদ্দীপনা আজ অস্তমিত সূর্যের মত ফিকে হতে শুরু করেছে, আর শ্রমিক দরদী বা শ্রেণী সংগ্রামের আন্দোলন তলানিতে এসে ঠেকেছে।

অতীত সতত সুখের, কিন্তু মে দিবসের প্রাক্কালে স্মৃতি রোমন্থন করলে ফিরে দেখা শ্রমিক আন্দোলনের জঙ্গিপানায় শুধু বিষাদের রাজনীতি বুক ভরে আসে। কলকারখানার ভোঁ বন্ধ করার পক্ষে জঙ্গি আন্দোলনের গুঁতো যথেষ্ট ছিল।

স্ট্যান্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যালস থেকে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল আজ সেই আন্দোলনের জীবাশ্ম। গর্ব করার মত গঙ্গা নদী তীরবর্তী কলকারখানা আজ ভগ্নদশা। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, জেসপ আজ এই আন্দোলনের গুঁতো আর ঠ্যালা সামলাতে গিয়ে মুমূর্ষু। ডানলপ আজ গর্বের খাতা থেকে নাম মুছে ফেলেছে।

এই জঙ্গি আন্দোলন আজ শ্রমিকদের অন্নসংস্থান না করে আত্মহত্যা ও সমাজ সংসার থেকে বিলুপ্তির রাস্তা দেখিয়েছে। মালিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন জরুরী কিন্তু শ্রমিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নয়। আজ আন্দোলনের নামে যে সমস্ত চা বাগান, জেসপ ও ডানলপের মত প্রতিষ্ঠানে লাল বাতি উঠেছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের দিন গুজরান কি দুর্বিষহ হয়েছে জীবনযাপন সেই ফলাফল থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আজ এই আন্দোলন কোন পথ দেখাচ্ছে, নাকি আয়ের বিকল্প রাস্তা বাতলে দিতে পারছে। তৎকালীন কর্মনাশা আন্দোলনের ফলাফলে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ফেরা ডানলপের শ্রমিক পরিবারগুলি। আজ তার প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে অনিশ্চয়তার সাংসারিক জোয়ালে সবচ্ছলতা আনার।

এই সেদিনও তারা বিনয়ের সঙ্গে আবেদন জানিয়েছিল তাদের প্রস্তুত করা ধুপকাথি, ফিনাইল ইত্যাদি নেওয়ার জন্য।সাহায্যারথে তাদের বিমুখ করতে পারিনি। প্রশ্ন তখনই জেগেছিল জঙ্গী আন্দোলনের দরদীয়ারা আজ কোথায়, ডানলপ ও তাদের শ্রমিকদের হতদশার জবাবদিহি কে করবে। বিজ্ঞান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কস ও এঙ্গেলের মার্কসীয় তত্ত্ব জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের স্বপক্ষে মতদান করে। ফিরে দেখা পটভূমিকায় বাম সরকার এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিদ্ধার্থ রায় জমানার ভ্রান্ত কংগ্রেসী নীতির অবসান ঘটিয়ে। সেই সন্ধিক্ষণে বাম শাসন জাঁকিয়ে বসতে গিয়ে বামপন্থী গণ সংগঠনগুলোকে চাঙ্গা করতে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, পরিণতি লাগামছাড়া।পাশাপাশি জনগণের আস্থাভাজন ও নয়নের মণি হয়ে উঠতে শ্রমিক সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগানোর ইস্যু হাতছাড়া করতে চায়নি দল ও সরকার, বিশেষত পূর্বতন কংগ্রেসি সরকার শ্রমিক সংগঠনকে আন্দোলনের মুখ হিসাবে তুলে আনতে ব্যারথ হয়েছিল।

৩৪ বছরের শাসনকালের অবসানে বামপন্থী জঙ্গি আন্দোলনের নীট ফল শূন্য। মালিক তার ভাড়ার পরিপূর্ণ করে পাতাতাড়ি গুটিয়েছে, পথে বসেছে শ্রমিককূল, যারা আজ প্রতিনিয়ত বাড়ির দরজায় নতুবা ট্রেনের কামরায় কড়া নেড়ে যায় আমাদের মনের দুয়ারে। বেহাল দশা আজ সমস্ত স্তরের মেহনতি বা শ্রমিকদের মধ্যে। অনাহারে, অর্ধাহারে কিংবা আত্মহত্যার খবরের কেন্দ্রবিন্দুতে আজ শ্রমিক সমাজ ও তাদের পরিবার। এই পরিণতির জন্যই, বিপ্লবী জঙ্গি আন্দোলন।

কৃষি, শ্রমিক থেকে কলকারখানা সমস্ত স্তরে পঙ্গুত্ব বা অপূর্ণতার ছবি সুস্পষ্ট। আজো কৃষক ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে। স্থায়ী থেকে পরিযায়ী শ্রমিক কেউ সুস্থ ভাবে জীবনযাপনে অপারাগ। সাড়ে ১০ লাখ শ্রমিক বাংলায় ফিরে এসেছে সমস্ত কাজ বাইরের রাজ্যে খুইয়ে এই করোনার লকডাউনের গেড়োয়। সুনিদিস্ট কোন পরিকল্পনা ছাড়াই গণতন্ত্র চলেছে, চলবে। বাড়ি ফিরতে প্রাণ হাতে নিয়ে কেউ গন্তব্যে পৌছতে পেরেছে, কেউ প্রাণ দিতে হয়েছে রেলের ট্র্যাকে নয়ত হাইওয়েতে। গণতন্ত্র দেখেছে ক্লান্ত শিশু সুটকেসের উপর নিদ্রারত, মা সেই সুটকেস টেনে নিয়ে চলেছে হাইওয়ের উপর দিয়ে গন্তব্যে পৌছতে। এখনো কারখানাগুলোতে লকআউট, ক্লোসারের নোটিস ঝোলে শ্রমিকদের অজান্তে। বহু কারখানা এখনো বন্ধ পরে মালিকদের অনীহা নয়ত শ্রমিক অসন্তোষের দোহাই নিয়ে। গঙ্গার পূর্ব পাড়ে চট কল গুলো আজ ইতিহাসের সাক্ষ বহন করছে। ডানলপ আজ নিস্তেজ, নির্জীব। ঝরা পাতার মতন কারখানাগুলো টিম টিম করে চলছে প্রাণভোমরা, কোন দিন লাল আলো জ্বলবে কারখানাতে কেউ জানে না।

বেকারত্ব আজ কহতব্য নয়। ৪ লক্ষ বেকার পর্যটন শিল্পে, ২৫ শতাংশ কর্মহীন তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে, এই লক ডাউনে। খাদ্য সঙ্কট ভারতে আজ তীব্রতর। পি,এইচ,ডি করা প্রার্থী ডোমের জন্য আবেদন করছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিউড়িতে নির্বাচনী জনসভা শেষে ভারত সেবাশ্রম সংঘে আরতি করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ছবি: সৌজন্যে এ এন আই

কাজের খোঁজে ভারতে, পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ার অভিযোগ, দেশে ফিরলেন যুবতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: কাজের খোঁজে ভারতে এসে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ার অভিযোগ, অবশেষে দেশে ফিরলেন যুবতী।

অভিযোগ, বান্ধবীর মিষ্টি কথায় ভুলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিউটি পার্লারের কাজের জন্য চোরাপথে পাড়ি দিয়েছিলেন যুবতী। এরপর পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে পৌঁছে যান দিল্লি। জোর করে প্রায় দেড় বছর দেহ ব্যবসা করানো হয় ওই বাংলাদেশি যুবতীকে। অবশেষে ফাঁক বুঝে দিল্লি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসেন তিনি। শিয়ালদা স্টেশনে বাংলাদেশিয় যুবতীকে দেখে সন্দেহ হয় পশ্চিমবঙ্গ হ্যাম রেডিওর সম্পাদক অম্বরিশবাবুর।

এই হ্যাম রেডিও সংগঠনটি ভবঘুরেদের তাদের নিজের বাড়িতে পাঠানোর কাজ করে মূলত। এরপর ওই যুবতীকে নিয়ে থানার মাধ্যমে রাখা হয় হোমে। বাংলাদেশের হ্যাম রেডিওর এক সদস্য খোঁজখবর লাগিয়ে জানাতে পারে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বাসিন্দা ওই যুবতী। ওই যুবতীর পরিবারের লোকেরা সে সময় থানাতেও নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। খবর পেয়ে এদিন মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে সীমান্তের ওপারে আসেন যুবতীর মা।

ভারতে এসে পাচার হয়ে যাওয়া ওই যুবতীর দাবি, বান্ধবীর কথা শুনে ভারতে কাজের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। এরপর পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে দিল্লিতে দেড় বছর থাকতে হয় তাঁকে। অবশেষে দেশে ফিরবে,পরিবারের কাছে ফিরবে খুশি মনে জানাল যুবতী।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ, ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

বিবাদের জের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: প্রতিবেশীর কাছে নিজের জমি টাকার বিনিময়ে বন্ধক দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। পরে জমি বন্ধক নেওয়া ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিজের স্ত্রীর সোনাদানা টাকাপয়সা প্রেমিকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি স্ত্রীর সোনাদানা টাকা ফেরত চাইতে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিবাদ চলছিল। সোমবার রাতে দু'জনের মধ্যে বাকবিতান্ডার পর মঙ্গলবার সকালে প্রেমিকার বাড়ির পেয়ারা গাছে প্রেমিকের ঝুলন্ত দেহ দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার অমলকান্দিয়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম কমল সরকার ৪৫। খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কমল সরকার পেশায় কাঠমিস্ত্রি। প্রতিবেশী গোপাল ভবকের কাছে, টাকার প্রয়োজনে নিজের জমি বন্ধক দিয়েছিলেন। এরপরে গোপালের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয় মৃত কমল সরকারের বলে দাবি স্থানীয়দের। জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যবসায়িক টাকা সংক্রান্ত বিষয়ে নানা সময়ে নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন হতে হয় কমল সরকারকে। অভিযোগ টাকা চাইতে গেলে বারংবার তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেন ভাবক পরিবারের সদস্যারা।

অভিযোগ, প্রতিবেশী রমা ভবক গতকাল ভোররাতে কমল সরকারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে বাড়ির পেয়ারা গেছে ঝুলিয়ে দেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মৃত ব্যক্তির হাতে একটি কাগজও ছিল। ভোরবেলা সরকার বাড়িতে এই খবর এসে পৌঁছেতেই নামে শোকের ছায়া। কমল সরকারের পরিবারের তরফ থেকে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভবক পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, সকলেই সেই সময় ঘুমিয়েছিলেন। কেন কমল এই কাণ্ড ঘটাল তঁদের ঘর লাগোয়া পেয়ারা গাছে তা এখ নও বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ।

ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে এই লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে জেলা কার্যালয় থেকে হাজার দুয়েক কর্মী সমর্থককে নিয়ে পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত মিছিল করে। এরপর প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ছিল আদিবাসীদের নাচ গান এবং ছৌ নাচ।

চোরের দল, জেলে যাচ্ছে, আগামীতে কাকলি দেবীও যাবে : স্বপন মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আছে ততই রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মুখে ঝাঁঝ বাড়ছে। হাবড়া নির্বাচনের প্রচারে এসে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে এদিন চাকরিজীবী প্রসঙ্গে নিশানা করলেন। চোরের দল সব এক এক করে জেলে যাচ্ছে আগামী দিনের কাকলি দেবীও যাবে বলে দাবি করলেন স্বপন মজুমদার। তিনি বলেন, 'চাকরির টাকা কে খায়নি? কাকলি দেবী খায়নি, তাই ভাবছেন সাংসদ কোটার টাকা কতটা হজম করেছে তার জবাব চাই আগামী দিনে সব জবাব দিতে হবে। চাকরির জন্য যার যার কাছে টাকা দিয়েছেন সবাই তাঁদের বাড়িতে হামলা করুন।' এই নিয়ে হাবরা এক নম্বর ব্লকের এসটিএসসি ওবিসি ছেলের সভাপতি বাপি মজুমদারের সঙ্গে তিনি বলেন, 'স্বপন মজুমদার একজন মাদক পাচারকারী, তিনি যাঁর বিরুদ্ধে বলছেন তিনি একজন ডাক্তার। মানুষ এটাকে ভালো চোখে দেখে না। কাকলি ঘোষ দস্তিদার স্বনামধন্য একজন মানুষ, পরিবারের সবাই ডাক্তার।'

উদ্ধার মা-মেয়ের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: মঙ্গলবার বর্ধমানের মঙ্গলকোটের ইট্টা গ্রামে মাঠ থেকে উদ্ধার হল মা ও মেয়ের দেহ। কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের দুজনের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর দাগ রয়েছে। এদিন সাড়ে ১০টা নাগাদ পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে আনে থানায়। মায়ের নাম ভবানী গড়াই, বয়স ৫০ ও মেয়ের নাম ফুলকুমারী গড়াই, বয়স ২৫ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, কী কারণে এই খুন হল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে ওই মহিলার সঙ্গে ভাসুরের জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবাদ চলছিল। ঘটনায় মঙ্গলকোটের ইট্টা গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত উভয় দলের ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ এবার তীর্থনগরী নবদ্বীপে। তৃণমূলের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে আহত প্রায় তিন কার্যকর্তা ও সমর্থক। অন্যদিকে তৃণমূলের দু'জন। আহত অবস্থায় ভর্তি শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি। রাতেই আহতদের সঙ্গে হাসপতালে দেখা করতে আসেন রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার সহ রাজ্য নেতা রাজর্ষি লাহিড়ি। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জ ঘাটে।

অভিযোগ, সোমবার রাতে নবদ্বীপ ঘাট সংলগ্ন একটি শৌচালয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হয় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে। সেই সময় ফোন মারফত বহিরাগতদের ডেকে আনে শৌচালয়ের দায়িত্বে থাকা এক যুবক। ঘটনাস্থলে এসে বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। মারধরের পর দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে নবদ্বীপ ঘাট বাস স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন বিজেপি কর্মীরা। এদিন রাতেই আহত ব্যক্তিদের দেখতে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ছুটে আসে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। এসে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একই সঙ্গে ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপির রাজ্য নেতা রাজর্ষি লাহিড়ি। বিজেপি পক্ষ থেকে ঘটনায় জড়িত ১০ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করে নবদ্বীপ থানায়। অভিযোগ পেয়ে রাত থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত এক অভিযুক্তকে তাঁকে গ্রেপ্তারও করে। অভিযোগ, অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জন থানায় আত্মসমর্পণ করতে এলে তাঁদের ওপর চড়াও হন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই তৃণমূল কর্মীকে আঘাত করলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে মহেশগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেখান থেকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাতে হাসপাতালে আহত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জগন্নাথ সরকার বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস হারবে জেনে আগে থেকেই অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। বিনা কারণে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চলছে।' পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জগন্নাথবাবুর দাবি, পুলিশ একেবারেই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার না করলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে বলে হুমকি দেন জগন্নাথবাবু।

বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যে ডিএসআর- III, উত্তর ২৪ পরগনাতে নিবন্ধিত বুক I, ভলিউম ১৫২৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ৭৪৩৩৮ থেকে ৭৪৪২৩ নং ১৫২৫০৩১৩৭, বছর-২০২৪ দলিলের মাধ্যমে, রাজেশ কুমার কাবরা পিতা বঙ্কট লাল কাবরা, ২৩০, এজেসি বোস রোড চিত্রকুট সাউথ ব্লক, এলআর সরণি, পোস্ট অফিস এলগিন রোড থানা ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০ সাবেক/হাল দাগ ১০৯৮, হাল খতিয়ান ৯৯৮ মৌজা-পাথরঘাটা, জে এল ৩৬, থানা টেকনো সিটি, পিন- ৭০০১৩৫ এর অধীনে ২.১৪২৯ ডেসিমেল শালি জমি করুণা মন্ডল স্বামী নির্মল মন্ডল ঠিকানা, টি.ডি. ১/৫৪, ঢালিপাড়া পোস্ট অফিস হাতিয়ারা থানা বাগুহাটি জেলা উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ক্রয় করেন, করুণা মন্ডল দ্বারা গঠিত অ্যাটর্নি সমীর সরকার পিতা নগেন্দ্র নাথ সরকার এবং রথীন সরকার পিতা রাজেন্দ্র নাথ সরকার উভয়ই গ্রাম গায়েন পাড়া, পোস্ট অফিস-পাথরঘাটা, থানা- টেকনো সিটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৩৫ এডিএসআর রাজারহাটে নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিযুক্ত, এবং বই I, ভলিউম ১৫২৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৫৭২০০ থেকে ৫৭২২০ নং ১৫২৩০১৩২১, বছর-২০২৩-এ নথিভুক্ত, এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যেকোন ধরনের আপত্তি, দাবি, যেকোন প্রকৃতির দাবি থাকলে উপজুক্ত নথি সমেত তা তাৎক্ষণিক প্রকাশের (এক) মাসের মধ্যে রাজারহাট BL & LRO উত্তর ২৪ পরগণার অফিসে আনতে হবে। তাৎক্ষণিক প্রকাশনা ব্যর্থ হলে এমন কোন দাবি/আপত্তি গ্রহণ করা হবেনা।

Aditi Sen (Advocate)
High Court, Calcutta

মালদা শহরের জনসংখ্যার নিরিখে বাড়ছে টোটোর দাপট !

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের জনসংখ্যার নিরিখে বাড়ছে টোটোর দাপট। একাংশ টোটোচালক রোগী নিয়ে আসার নাম করে শহরের দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। আর এই টোটো চালকদের কৌশলে হতবাক জেলা আরটিও দপ্তর। সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গত দেড় বছর ধরে শহরকেন্দ্রিক এলাকায় নতুন কোনও টোটো বিক্রি বা চলাচলের অনুমতি নেই। কিন্তু তারপরেও বাড়ছে অসংখ্য টোটো। গ্রাম থেকে হাজার হাজার টোটো উঠে আসছে শহরে। আর তাদের একটাই অজুহাত, টোটোতে রয়েছে নাকি রোগী ও তাঁদের পরিবার। ফলে ট্র্যাফিক পুলিশ থেকে পুরসভার কর্মী এবং আরটিও দপ্তরকে মানবিকতার খ াতিরে ছাড় দিতে হচ্ছে। কিন্তু রোগীর বাহানা দেখিয়ে টোটোচালকের সমস্তটাই যে নতুন কৌশল এবং অজুহাত তা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছে জেলা পুলিশ এবং প্রশাসন। ফলে এবারে শহরজুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো টোটো ধরতে কোমর করছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। ইতিমধ্যে আরটিও দপ্তর থেকে জেলা ট্র্যাফিক পুলিশ কর্তারদেরও টোটো ধরপাকড়ের ক্ষেত্রে আবেদন জানানো হয়েছে।

জেলা আরটিও দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি ভাবে কাগজ-কলমে মালদা শহরে টোটো এবং ই-রিক্সার সংখ্যা রয়েছে সাড়ে তিন হাজার। কিন্তু প্রশাসনের একটা সূত্র বলছে, মালদা শহরে কম করে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টোটো চলাচল করছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে নানান কাগজ দেখিয়ে টোটো কিনে চালকরা গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করছে শহরে। মালদা শহরের বিভিন্ন ব্যস্তবহুল এলাকায় অসংখ্য টোটোর দাপটে এখন অতিষ্ঠ শহরবাসী। লোকসভা ভোটের মুখে বেআইনি টোটোর বিরুদ্ধে ধরপাকড় আসলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা পড়ানোর মতো বলে দাবি। রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ, একজন টোটোচালক মানেই তাঁর পরিবারে গড়ে চারজন সদস্য সংখ্যা। সেই ভোট বাক্সের জন্যই কোনও রকম ভাবেই রাজনৈতিক স্তর থেকেও টোটোর দাপট কমানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনকে জানানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সমস্ত বিষয় নিয়ে মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকার মানুষদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে।

মালদা শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শহরের রাস্ত স্তায় চলার উপায় নেই। টোটোর দাপটে যত্রতত্র দুর্ঘটনা ঘটছে। পাঁচ মিনিটের রাস্তা টোটোর যানজটের জন্য আধঘণ্টায় পৌঁছাতে হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে নির্বিকার পুরসভা এবং প্রশাসন। টোটো ধরপাকড় অবিলম্বে করা উচিত, নইলে শহরের রাস্তা চলাচলের যোগ্য থাকবে না।' ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'টোটো এবং ই-রিক্সা চলাচলের অনুমতির ক্ষেত্রে পুরসভার কোনও ভূমিকা নেই। এখন সবটাই তদারকি করে আরটিও দপ্তর।'

মালদা জেলার আরটিও সুরোজ কুমার দাস জানিয়েছেন, 'শহরের টোটো চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনও অনুমতি নেই। গ্রাম থেকে সমস্ত টোটো শহরে উঠে আসছে। এক্ষেত্রে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। রোগী নিয়ে যাওয়ার নতুন কৌশল দেখিয়েই টোটো চালকেরা শহরে চলাচল করছে। কিন্তু এরকম কোনও অনুমতি প্রশাসন বা আরটিও দপ্তর দিয়ে থাকে না। যেখানকার টোটো এবং ই-রিক্সা, সেই এলাকাতেই চলাচল করবে। এক্ষেত্রে পুলিশ যাতে বাইরের টোটো ধরপাকড় করে সেই ব্যাপারেও আমরা জানিয়েছি।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Indian Bank

জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** সাহানা মিত্র (গোস্বামী) এবং সম্রাট মিত্র **ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি সাহানা মিত্র গোস্বামী স্বামী শ্রী তারক নাথ গোস্বামী, ৩৭৫, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি, হাওড়া, পব ৭১১২২৭/৪২, বি আর বি সরণি, শ্রীরামপুর, হুগলি, ৭১২২০১, পব শ্রী সম্রাট মিত্র পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র মিত্র ৩৭৫, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি, হাওড়া, পব ৭১১২২৭/৪২, বি আর বি সরণি, শ্রীরামপুর, হুগলি, ৭১২২০১, পব **শাখা :** বেগমপুর	১৬.০৮.২০২৩ এবং ৩০.০৪.২০২৪	**১৯৪৪৩৪০ টাকা** (উনিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশ চল্লিশ টাকা) টাকা ১৬.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৭.০৮.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৮০ বর্গফুট (সু পার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৫০১, ৬ষ্ঠতল, দক্ষিণ পূর্ব দিকে জি-৪ তলা ভবনে, মৌজা : বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা, জেলা : হাওড়া, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৭১-২০১৯ সালের তারিখ ১১.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৯ , পৃষ্ঠা ৭২৫০ থেকে ৭২৮৬, সাহানা মিত্র (গোস্বামী) এবং সম্রাট মিত্র এর নামে।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** রাজন কুমার সিং এবং শিবরাত্রি দেবী সিং **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী রাজন কুমার সিং, পিতা শ্রী মোহন প্রসাদ সিং ঠিকানা : সাঁপুইপাড়া (পি.এন. কলোনি), বালি, ঘোষপাড়া, হাওড়া, পব, ৭১২২২৭ শ্রীমতি শিবরাত্রি দেবী সিং স্বামী শ্রী রাজন কুমার সিং ঠিকানা : সাঁপুইপাড়া (পি.এন. কলোনি), বালি, ঘোষপাড়া, হাওড়া, পব, ৭১২২২৭ **শাখা :** বেগমপুর	০১.০২.২০২৪ এবং ৩০.০৪.২০২৪	**১২০৯৭২৩.০০ টাকা** (বারো লাখ নয় হাজার সাতশ তেইশ টাকা) টাকা ০১.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০২.০২.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৩, তিনতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬৪ বর্গফুট কমবেশি আরএস দাগ নং ৭৫৬৬, এলআর দাগ নং ২৪৪৭৬, সিএস খতিয়ান নং ৪১৭১, খতিয়ান নং ৮৭১১, জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি,থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৩৪৮৩-২০১৯ সালের তারিখ ৩১.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ১১৬৮৮৬ থেকে ১১৬৯২২, শ্রী রাজন কুমার সিং এর নামে সম্পত্তি।
৩.	**অ্যাকাউন্ট :** বিক্রম সিং এবং কাঞ্চনা দেবী **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী বিক্রম সিং, পিতা শ্রী গোপাল সিং শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, সাঁপুইপাড়া পূর্ব, গ্রাম - সাঁপুইপাড়া বাসুকাটি, থানা - নিশ্চিন্দা (বালি) জেলা - হাওড়া, পব, ৭১১২২৭ শ্রীমতি কাঞ্চনা দেবী, স্বামী শ্রী বিক্রম সিং, শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, সাঁপুইপাড়া পূর্ব, গ্রাম - সাঁপুইপাড়া বাসুকাটি, থানা - নিশ্চিন্দা (বালি) জেলা - হাওড়া, পব, ৭১১২২৭ **শাখা :** বেগমপুর	১৫.০১.২০২৪ এবং ৩০.০৪.২০২৪	**১৮৬৭২৮৩ টাকা** (আঠার লাখ সাতষট্টি হাজার দুশো তিরাশি) টাকা ১৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৬.০১.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৮৬ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) উত্তর পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫মতলে, শিবদুর্গা অ্যাপার্টমেন্টে, ব্লক বি, অবস্থিত জেএল নং ১৪,মৌজা : বালি , আরএস দাগ নং ৬১৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৯,সাউইপাড়া বাসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : নিশ্চিন্দা (বালি),জেলা : হাওড়া, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, উল্লেখ্য দলিল নং ২৭১৩-২০১৯ সালের তারিখ ০৪.০৪.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ৯১০১০ থেকে ৯১০৪৪,বিক্রম সিং এবং কাঞ্চনা দেবীর নামে সম্পত্তি।
৪.	**অ্যাকাউন্ট :** কৃষ্ণ দাস এবং রূপা দাস **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী কৃষ্ণ দাস পিতা জয়দেব দাস, ঝিলপার চক্রবর্তী নগর, কানাইপুর, পো. বড়োবাহেরা, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব-৭১২২৪৬ শ্রীমতি রূপা দাস স্বামী জয়দেব দাস, ঝিলপার চক্রবর্তী নগর, কানাইপুর, পো. বড়োবাহেরা, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব-৭১২২৪৬ **শাখা :** কোন্নগর	০৭.০২.২০২৪ এবং ৩০.০৪.২০২৪	**৯৪৭৪৪৩.০০ টাকা** (নয় লাখ সাতচল্লিশ হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা) টাকা ০৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৮.০২.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ১৫৬৯, এলআর দাগ নং ৩২৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৬১৯২, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৪৩৭-২০০২ সালের তারিখ ১০.০৭.২০০২, বুক নং ১,ভল্যুম নং ১২৫-২০০২,পৃষ্ঠা ২২৩ থেকে ২২৮, শ্রী কৃষ্ণ দাস এবং রূপা দাসের নামে সম্পত্তি।

তারিখ : ০১.০৫.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/ -অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী গুঞ্জন পোদ্দার (মেসার্স লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা) -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	**শ্রী গুঞ্জন পোদ্দার** (প্যান : AFVPP3450M, আধার : ৬৮৪৩৭১৬৮১৭২২)
২.	জামিনদত্ত কর্পোরেট ডেটরের নাম :	মেসার্স লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা :	১৪ অশোক রোড, কলকাতা : ৭০০০২৭
৪.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ :	আদেশ ঘোষিত ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে (আদেশ গৃহীত ২৯.০৪.২০২৪ তারিখে) মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ-২, সিপি (আইবি)/১৬০/কেবি/২০২১ কর্তৃক।
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	সুব্রত ঘোষ, IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	পি-১৩০, উষা পার্ক, শিবালয়, কলকাতা : ৭০০০৮৪, **ইমেল : subhomusic@gmail.com**
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	সুব্রত ঘোষ, ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা : ৭০০০৮৭, ই-মেল: **intelligentpg6@gmail.com subhomusic@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২৪.০৫.২০২৪
৯.	সংশ্লিষ্ট দাবি ফর্ম উপলব্ধ :	ওয়েবলিঙ্ক : **https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ২ কলকাতা নির্দেশ দিয়েছে শ্রী গুঞ্জন পোদ্দার (ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.)-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।
শ্রী গুঞ্জন পোদ্দার-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৪.০৫.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
সুব্রত ঘোষ
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-003/IP-N00373/2021-2022/13799

তারিখ : ১ মে, ২০২৪
স্থান : কলকাতা

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)

CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	৩১.০৫.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	**২৫,৭৩,৩৯৭/-** (পঁচিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার তিনশ সাতানব্বই টাকা) টাকা।
৩.	ইএমডি	**২,৫৭,৩৪০/-** (দুই লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ চল্লিশ টাকা) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। **আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত উপলব্ধ**
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	**১৫.০৫.২০২৪**
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ২৭.০৫.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

সংশোধিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৯-এর তফসিল I-এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুসারে, 'নিলামের সমাপ্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নব্বই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; তবে শর্ত ত্রিশ দিনের পর পেমেন্ট করলে সুদ ১২ শতাংশ হবে; আরও শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না হলে বিক্রয় বাতিল করা যেতে পারে।
আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০১.০৫.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Indian Bank

শাখা : আলিপুর শাখা
১/এ রোনাল্ডশে রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

প্রতি,
১. **মেসার্স ফ্লেক্সিটেক অটোমেশন সার্ভিসেস,** আরএ ২১৪ (২য়তল), মিলন নগর, চিংড়িঘাটা ক্রসিং এর নিকট, সল্ট লেক সেক্ট৪, কলকাতা : ৭০০০৯৮
মেসার্স ফ্লেক্সিটেক অটোমেশন সার্ভিসেস, ১১৯/১, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, সিটি গ্রিন অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট নং ১এল, ২য় তল, কলকাতা : ৭০০০৩২
মেসার্স ফ্লেক্সিটেক অটোমেশন সার্ভিসেস, ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর : সি, পকেট : ৯, বসন্ত কুঞ্জ, নিউ দিল্লি : ১১০০৭০
২. **শ্রী অনিন্দ্য সেন (অংশীদার তথা জামিনদাতা বন্ধকদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর :সি, পকেট : ৯, বসন্ত কুঞ্জ, নিউ দিল্লি : ১১০০৭০
৩. **শ্রীমতি সুতপা সেন, স্বামী শ্রী অনিন্দ্য সেন,** (অংশীদার তথা জামিনদাতা বন্ধকদাতা), ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর : সি, পকেট : ৯, বসন্ত কুঞ্জ, নিউ দিল্লি : ১১০০৭০

বিষয় - আপনার বিজনেস লোন অ্যাকাউন্ট ৫০২১১৩৪৫৮৫৩, ৫০৫২০০৯৬৪৫৮, ৭১২৯৪৬১১২৭ এবং ৫০৪৫৪৮২৫৬৭১ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইএএলবি) আলিপুর শাখা

আপনাদের মধ্যে ১ম একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান। আপনার মধ্যে ২য় এবং ৩য় জন উক্ত ফার্মের অংশীদার এবং আপনার প্রথম জনের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের জামিনদাতা। আপনার মধ্যে ২য় এবং ৩য় জন জামিনদাতা বন্ধকদাতা এছাড়াও আপনার সম্পদগুলিকে আপনার প্রথমের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টে নিরাপত্তা হিসাবে দায়বদ্ধ রেখেছে। আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা সকলেই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (লাখ টাকায়)
ক্যাশ ক্রেডিট (বিজনেস লোন)	২৫০.০০
জিইসিএলএস লোন (টিএল)	৪০.০০
জিইসিএলএস ১.০_এক্সটেন লোন (টিএল)	২৬.২৮
বিজি	১৫০.০০

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
১. ক্যাশ ক্রেডিট (বিজনেস লোন) ২. জিইসিএলএস লোন (টিএল) ৩. জিইসিএলএস ১.০_এক্সটেন লোন (টিএল)	১. অনুমোদন পত্রের স্বীকৃতি ২. চাহিদা প্রনোট ৩. দায়বদ্ধতার সাধারণ নথি ৪. স্বত্ব দলিল জমা নিশ্চিকরণের অতিরিক্ত নথি ৫. ব্যক্তিগত জামিনের চুক্তিপত্র ৬. অন্যান্য সম্পর্কিত নথি

২৭.০৭.২০২১ তারিখে গ্যারান্টির একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের নিশ্চয়তা আপনার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লিখিত ঋণের পরিশোধগুলি কলকাতা, আলিপুরে বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়, যেমনটি এই তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সুদ সহ একত্রে অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণখেলাপির দায়বদ্ধ হয়েছেন। **০১.১১.২০২৩ থেকে** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
২৬.০৪.২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া টাকা **২৮৭৩৫৯৪৪.০৮ টাকা (দুই কোটি সাতাশি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং আট পয়সা) টাকা** এবং উল্লিখিত পরিমাণ **০১.১১.২০২৩** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে।
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী/দায়বদ্ধ করেছেন উক্ত ঋণ সুবিধার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট।
সুতরাং, আপনাকে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে **২৮৭৩৫৯৪৪.০৮ টাকা (দুই কোটি সাতাশি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং আট পয়সা) টাকা** সুদ সহ ০১.১১.২০২৩ থেকে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত উল্লিখিত আইনের অধীনে আপনাকে আর কোনো উল্লেখ না করেই জামিনদত্ত সম্পদের দ্বারা বকেয়া উশুলের ব্যবস্থা করা হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের দ্বারা তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনি দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হন যে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীন বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল উল্লিখিত), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে সম্পাদন করবেন না।
উল্লেখ অপ্রয়োজনী হিবেসে, এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই প্রেরণ করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো স্বার্থ ক্ষুন্ন না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের মাধ্যমে জামিনদত্ত সম্পদগুলি উদ্ধার করতে পারেন।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

তপশিল

জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ইউনিট নং এল-১, দোতলায়, বিল্ট আপ এরিয়া ৯০৮ বর্গফুট, কমবেশি, সিটি গ্রিন কমপ্লেক্সে, নির্ধারিত অবিভাক্ত জমিস্থিত অংশে পুরসভা প্রেমিসেস নং ১১৯/১, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, কলকাতা : ৭০০০৩২,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : যাদবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
দায়বদ্ধ সম্পদ : পণ্য, দ্রব্যাদি, বাণিজ্যিক মজুত প্রেমিসেস আরএ ২১৪ (২য় তল), মিলন নগর চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ের নিকট, সল্টলেক সেক.-৪, কলকাতা : ৭০০০৯৮ এবং ১১৯/১, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, সিটি গ্রিন অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট নং ১এল, ২য় তল, কলকাতা : ৭০০০৩২।

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ২৬.০৪.২০২৪ — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

শত্রুঘ্ন সিনহার রোড শো পাণ্ডবেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার রোড শো পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ইছাপুর অঞ্চলে। ভোটের প্রচার আর মাত্র হাতে গোনা দশ দিন, তার মাঝেই সব দলের প্রার্থীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে প্রচারকার্যে। পিছিয়ে নেই বিজেপি থেকে সিপিএম। মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুর অঞ্চলের আমলকা, বাঙ্গুরি, ইছাপুর গ্রাম সহ বিভিন্ন গ্রাম হুডখোলা জিপে রোড শো করলেন প্রার্থী এবং রোড শো করার পর প্রতাপপুর বাসস্ট্যান্ডে এক বিশাল জনসভা করলেন। রোড শোয়ে প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,

দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক, জেলার সাধারণ সম্পাদক সুজিত মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। গতবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা জুড়ে জয়ের মার্জিন অনেকটাই ছিল। তাই সেই জয়ের ব্যবধান ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। তাই গ্রামেগঞ্জের প্রত্যেকটা কোনায় প্রার্থীকে পৌঁছতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে বিধায়ক বলেন, 'পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সাধারণ মানুষের পাশে আমাদের নেতৃত্বরা প্রত্যেকটি সময় থাকে। তাই ভোটের সময় বিশেষ করে কোনও প্রচারের দরকার পড়ে না।' এবং গত লোকসভা উপনির্বাচনের তুলনায় জয়ের মার্জিন অনেকটাই বাড়বে বলে আশাবাদী তিনি।

পশ্চিমবাংলার খেলাধুলো রসাতলে গিয়েছে, খালি কাটমানি খেলা চলছে : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মঙ্গলবার সকালে খেলাধুলো নিয়ে মমতার সরকারকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ। হকি স্টিক নয়, হকি-ফুটবল-ক্রিকেট পশ্চিমবাংলার খেলাধুলো তো রসাতলে গিয়েছে, খেলাধুলোর পরিবর্তন দরকার আছে, খেলাধুলোর উত্থানের দরকার আছে, খেলার পরিবেশের দরকার আছে এখানে তো খালি একটাই কাটমানি খেলা চলছে। সে জন্য আমরা খেলাধুলোকে প্রোমোট করতে চাইছি। মঙ্গলবার সকালে বর্ধমান শহরের ইয়ুথ ক্লাবের ময়দানে প্রাতর্ভ্রমণ সারলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

এদিন মাঠে দলীয় কর্মীরা হকি স্টিক হাতে তুলে দিলেন দিলীপবাবুর। এদিন প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করে পুলিশলাইন বাজার এলাকায় চায়ে পে চর্চায় যোগ দেন। ভোটের মুখে হাওড়ায় শাসকের শাসানি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, 'এরা সবকটা গুন্ডা নেতাকে হারাবে যারা সমাজবিরোধী তারা আজকে নেতা হয়ে গিয়েছে। তারা লুঠপাট ছাড়া কিছু বোঝে না। এককেটা করে ধরা হচ্ছে ভেতরে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি বিক্রি করেন, নরেন্দ্র মোদি চাকরি বিলিয়ে দেন। মেলা করে চাকরি দিয়েছিলাম। নরেন্দ্র মোদি প্রতি মাসে ৩০০-৪০০ চাকরি দিচ্ছেন বেকার ছেলেমেয়েদেরকে। কিন্তু এই চাকরি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে। কোনও ঘুষ দিয়ে চাকরি নয়।'

মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর মোড়ে বর্ধমান জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ চায়ে পে চর্চায় মিলিত হয়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'এরাজ্যে শিক্ষা, কয়লা, চাল চুরি হয়েছে চুরি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রী জেলে, শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ নেতারাই এখন জেলে রয়েছেন, জেলে রয়েছেন চাল চুরির নেপথ্যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং শিক্ষা চুরির নেপথ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গোরু চুরির নেপথ্যে অনুব্রত মণ্ডল। তা হলে এই রাজ্যের হবেটা কী, রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ ফ্রি, জল ফ্রি জলের লাইন আছে, তো জল নেই রাজ্য করছেটা কি' সারাটা রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে রাস্তার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে, কী করে রাজ্য চালাচ্ছেন দিদিমণি। এখন যেখানেই সভা করতে যাই না কেন সেখানেই একটা কথাই শুনতে পাই, কর্মীদেরকে তৃণমূল নেতা কর্মীরা চমকেছে। তবে একটা কথা বলে যাই ১৩ তারিখের পর কাউকে চমকানো যাবে না। ১৩ তারিখের পর তৃণমূল নেতাকর্মীরা একটাই গান গাইবেন 'পরদেশি পরদেশি জানা নেহি মুঝে ছোড়কে' শুধু সন্দেশখালি নয়, বর্ধমানের মহিলারাও হাতে যেমন চুরি পরতে পারেন, তেমন হাতে খর্গ এবং লাঠিও ধরতে পারেন।'

ঔদ্ধত্য ও কুরুচিকর মন্তব্য বিজেপি প্রার্থীর, প্রতিবাদে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ঔদ্ধত্য ও কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। উত্তেজিত জনতার হাতে আক্রান্ত বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে মাটিয়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলাকার ছেলেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রামে বহিরাগতের ঢুকিয়ে পরিকল্পিত চক্রান্ত করে বিজেপি এই ঘৃণ্য ঘটনা ঘটিয়েছে। বিজেপি প্রার্থী এহেন আচরণে ক্ষুব্ধ সন্দেশখালি সহ গোটা বসিরহাটের মহিলারা। দাবি উঠেছে যে মহিলা সন্দেশখালির মহিলাদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে বিজেপি ও সিপিএমের কল্যাণে রাতারাতি ফেমাস হয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই এদিন মহিলাদের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও বহিরাগতদের এলাকায় ঢুকিয়ে গ্রামের মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটালেন কী করে। তার এই ঘটনার জেরে সর্বত্রই নিন্দার ঝড় উঠেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার বসিরহাটের রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িডাঙা এলাকায় বিজেপির দেয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে এলাকার কিছু মানুষের সঙ্গে মারামারি হয় বিজেপি কর্মীদের। সেই ঘটনায় এলাকার কিছু যুবকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেন এলাকারই এক বিজেপি নেতা। হাতাহাতিতে কালিদাস বাসার নামে এক বিজেপি কর্মী আহত হয়। আহত ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে মঙ্গলবার সকালে আসেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। সেখানে তিনি এসে এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে ও এলাকার তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। এলাকার তৃণমূলের কর্মীদের দাঙ্গাবাজ, দুর্নীতিবাজ বলে তিনি কটাক্ষ করতে থাকেন। তখন এলাকার মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা শান্ত ভাষায় রেখাকে সংযত হতে ও কটু মন্তব্য করতে বারণ করে। এলাকার মানুষেরা প্রতিবাদ করায় তার ঔদ্ধত্যের সুর ও শরীরী ভাষা আরও চড়াও হয়। আঙুল তুলে গ্রামের মহিলাদের শাসাতে থাকেন। তাতেই ক্ষেপে গিয়ে রেখা পাত্রকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষরা। বিক্ষোভ চলাকালীন এক মহিলার কাপড় ছিঁড়ে দেয় রেখা পাত্রের সঙ্গে থাকা এক বিজেপি কর্মী। এতেই ঘৃতাহুতি হয় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। তারপর এলাকার বাসিন্দারা রেখা পাত্রকে ঘিরে লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এমন কি রেখা পাত্রের সঙ্গে থাকা বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদারকেও লাঠিপেটা করেন এলাকার ক্ষিপ্ত মহিলারা। এই পরিস্থিতি দেখে রেখা পাত্রের নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত তাঁকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। তখন এলাকার ক্ষিপ্ত মানুষরা লাঠিসোটা নিয়ে রেখা পাত্রের গাড়ির দিকে ছুটে যান এবং তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। এরপর রেখা পাত্রের সঙ্গে থাকা অন্যান্য গাড়িগুলোকেও কাঠের গুঁড়ি ফেলে আটকে দেন। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়, এই খড়িডাঙার মাঝেরপাড়া এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে মাটিয়া থানার পুলিশ। পরে স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করে মাটিয়া থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন রেখা পাত্র ও তাঁর সহকর্মীরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকার একটি হরিনাম কীর্তনের জায়গা কৌশলে দখল করতে চেয়েছিলেন এক বিজেপি নেতা বাপন মণ্ডল। সেই দেওয়াল লিখে আবার নিজেই রাতের অন্ধকারে মুছে দেয়। তাই নিয়ে একটা গণ্ডগোল হয়। তখন গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবকের নামে মিথ্যা কেস দেওয়া হয়। সেই ঘটনার জানতে বেশকিছু বহিরাগতদের নিয়ে রেখা পাত্র গ্রামে ঢোকেন। তার সঙ্গে কথা গ্রামের মানুষ কথা বলতে চাইলেও তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। সাধারণ শ্রমিক ঘরের স্ত্রী রেখা। কোনও দিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী ফোন পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। তার ঔদ্ধত্য বেড়েছে সীমাহীন। কথাবার্তা হয়েছে বিজেপি কায়দায় অশালীন মন্তব্য করা। এদিন তাঁর কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি এলাকার বাসিন্দা রেখা বাছার ও তেজেন্দ্রনাথ বাছারের।

বিজেপির দলীয় পতাকা ছেঁড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপির দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ। আর তা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন আরামবাগে। রাতের অন্ধকারে বিজেপির দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক ভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে আরামবাগ। এবার আরামবাগ থানার অন্তর্গত মলয়পুর এলাকায় রাতের অন্ধকারে বিজেপির দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা ও পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, নির্বাচনের প্রচারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে বিজেপির দলীয় পতাকা। মঙ্গলবার সকালে রাস্তায় পতাকা ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিজেপি কর্মীরা। শাসকদলের বিরুদ্ধে দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ করেন বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিশ্বজ্যোতি মণ্ডল বলেন, 'তৃণমূল বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে। তাই এই

ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। বারবার যদি এই ঘটনা ঘটতে থাকে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' অপরদিকে এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, 'তৃণমূল কেন শুধু শুধু বিজেপির পতাকা ছিঁড়তে যাবে। নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের টিম পিডব্লিউডি জায়গায় পতাকা লাগানো থাকায় খুলে দিয়েছে। এই ধরনের কাজ তৃণমূল করে না। বিজেপি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।'

অগ্নিমিত্রাকে গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মেদিনীপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল দাঁতনের কুসুমি এলাকায় প্রচার করার সময় কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। কর্মীদের নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে প্রচার চালানোর সময় তৃণমূল কর্মীরা ঝান্ডা হাতে বিক্ষোভ দেখান। কালো জামা নেড়ে গো ব্যাক স্লোগান দেন। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এই সময় পালটা স্লোগান দিলে উত্তেজনা ছড়ায়।

নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী, মঙ্গলবার দাঁতনে নির্বাচনী প্রচারে যান বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা। হুডখোলা গাড়ি সহ র‍্যালি করে যাওয়ার সময় তৃণমূলের দলীয় ঝান্ডা ও কালো পতাকা হাতে নিয়ে বেশ কয়েকজন মহিলা তাকে উদ্দেশ করে গো ব্যাক স্লোগান দেন। যদিও বিজেপি প্রার্থী গাড়ি না থামিয়ে পাশ দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যান। এই ঘটনায় পালটা বিজেপি কর্মী সমর্থকরাও স্লোগান দিতে থাকেন। যা নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

বিজেপির জেলা মুখপাত্র অরূপ দাস বলেন, 'তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া হারবে জেনেই এই ধরনের বর্বর আচরণ করছে। তারা জেনে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জিততে চলেছে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। সেজন্যই এলাকায় এলাকায় এই ধরনের নোংরামো শুরু করেছে।' তৃণমূল জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, 'যারা বিজেপি প্রার্থীকে দেখে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, তারা তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তৃণমূলের লোকজন যদি দলীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তা হলে আমাকে কারণ জানতে হবে। কিছুদিন আগে বিরোধী দলনেতা যে ভাবে মিথ্যা কথা বলে এলাকা উত্তপ্ত করে গিয়েছে তাতে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। তারা তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।'

বোনের বিয়েতে এসে দুর্ঘটনায় মৃত্যু দাদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: বোনের বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে এসে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল দাদার। ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা পরিবার। বিয়ে বাড়িতেই কান্নার রোল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দাদার নাম উদয় ধারা (২৭)। তাঁর বাড়ি পুরশুড়া থানা এলাকায়।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার উদয়ের বোনের বিয়ে সম্পন্ন হয়। সোমবার ছিল প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান। সোমবার রাতে তারকেশ্বর থানার ধল্যান এলাকায় পরিবার ও আত্মীয়দের সঙ্গে বোনের বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন উদয়। সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার জন্য সকলেই এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন গাড়িতে ওঠার জন্য।

মারুতি গাড়িতে ওঠার সময় বর্ধমান তারকেশ্বর রোডে দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক সজোরে ধাক্কা মারে উদয়কে। মোটর বাইকের ধাক্কার জেরে তিনি ছিটকে পড়েন রাস্তাতেই। রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার হয়। সেখান থেকে তারকেশ্বর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় উদয়কে। গভীর রাতে তারকেশ্বর

গ্রামীণ হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, মদ্যপ অবস্থায় একটি বাইকে তিনজন আরোহী বর্ধমান তারকেশ্বর রোড ধরে দশঘড়ার দিক থেকে তারকেশ্বর আসছিলেন। সেই সময় ধল্যান এলাকায় তাঁদের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আত্মীয় ও পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িতে উঠছিলেন, সঙ্গে উদয়ও গাড়িতে উঠছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি পিছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা মারে উদয়কে। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিয়ের অনুষ্ঠান বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া।এরকম এক মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এদিকে, মঙ্গলবার সকালে বাইক চালককে গ্রেপ্তার করে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বাইক চালকের নাম অসীম সামন্ত। তাঁর বাড়ি তারকেশ্বরের পূর্ব আস্তারা গ্রামে।

সুকৃতি ঘোষালের প্রচারে দিলীপ ঘোষ কীর্তি আজাদকে তুলোধনা মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দেশ ও রাজ্য বাঁচাতে বিজেপি-তৃণমূলকে পরাস্ত করতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষালের সমর্থনে মঙ্গলবার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হন রাজ্য মহিলা নেত্রী ও ডিওয়াইএফআই সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

সোমবার রাতে শহর বর্ধমানের সর্ববমঙ্গলা মন্দির সন্নিকটে সর্ববমঙ্গলা পার্কে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভা থেকে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদকে নিয়ে তুলোধনার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যশাসিত দলকে একহাত নেন। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার অযোগ্যদের ঘুষ নিয়ে চাকরি, মেহনতি মানুষের খেটেখাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। সার্বিক ভাবে সিপিএম প্রার্থী সুকৃতি ঘোষালকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান মীনাক্ষী।

বিপুল গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগরদিঘি: লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় সাফল্য পেল সাগরদিঘি থানা পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং চালানোর সময় বিপুল পরিমাণ গাঁজা প্রায় সাড়ে তিন কুইন্টাল গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ঘটনায় জড়িত মাদক পাচারকারী গাড়ির চালক ও খালাসিকে গ্রেপ্তার করেছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগরদিঘি থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে গাড়িটিও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে গাঁজা নদিয়া পাচার করা হচ্ছিল। মঙ্গলবার গাঁজা সহ ধৃতদের মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে হাজির করা হয়েছে। পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মঙ্গলবার সাগরদিঘি থানার ধূমারপাহাড় জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিং পয়েন্টে আটক করা হয় গাড়িটি। তল্লাশি চালিতে গাড়ি থেকে মেলে বিপুল পরিমাণে গাঁজা। ঘটনাস্থল থেকেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকদের নাম রাজীব আলম এবং হালদার মিঞা। উভয়েরই বাড়ি কোচবিহার জেলায়। ধৃতদের কাছ থেকে মোট ৩২২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, এদিন কোচবিহারের দিক থেকে লরিতে করে গাঁজার প্যাকেটগুলি নদিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। গোপনে খবর পেয়ে সাগরদিঘি থানার পুলিশ ধূমারপাহাড় এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে। তখনই আটক করা হয় একটি লরি। তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ গাঁজা। তারপরেই গ্রেপ্তার করা হয় চালক ও খালাসিকে। গাঁজা কারবারের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে সাগরদিঘি থানার পুলিশ। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়া থেকে বাংলাদেশ ও বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ওই গাঁজা পাচার করা হত।

তৃণমূল ও সিপিএম কর্মীদের তুমুল সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বাগনান কলেজ মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে দু'পক্ষের এগারো জন জখম হয় বলে জানা গিয়েছে। সংঘর্ষে বিধায়ক অরুণাভ সেনের দেহরক্ষী রাজকুমার মাঝি গুরুতর জখম হয়ে বাগনানের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি। এছাড়া বিধায়ক অরুণাভ সেনকে ও মারধরের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, এদিন বাকসিতে অভিষেকের সভা সেরে ফিরে বাগনান কলেজ মোড়ে গল্পগুজব করছিল একদল তৃণমূল কর্মী। হেতমপুর থেকে প্রচার করে ফিরে যান জোট প্রার্থী আজাহার মল্লিক। এরপর হেতমপুরের সিপিএম কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিধায়ক অরুণাভ সেন। তাঁর ওপরেও হামলা হয় বলে অভিযোগ। দেহরক্ষী বিধায়ককে বাঁচাতে এলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দু'পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছে।

বাদকুল্লায় রথে চড়ে জনসংযোগ মুকুটমণির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানাঘাট: আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। প্রখর রোদের কারণে ৮ থেকে ৮০ সকলেই গরমে হাঁসফাঁস করছে। তবে সামনে যে লোকসভা নির্বাচন। তাই ভোটপ্রচার এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ কোনওটাতেই ঘাটতি রাখতে চাইছে না রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার প্রখর দাবদাহের মধ্যেও ভোটপ্রচারে নামলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী। তবে এদিন রথে করে বাদকুল্লা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ভোটপ্রচার করলেন তিনি। অনেকেরই দাবি, এদিনের ভোটপ্রচারের যে রোড শো অনুষ্ঠিত হল তা দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা ভোটপ্রচার নাকি বিজয় মিছিল। একাধিক কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে রথে করে বাদকুল্লা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ এবং ভোটপ্রচার করলেন মুকুটমণি অধিকারী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুকুট বলেন, 'বাদকুল্লাকে নতুন করে চেনানোর কিছু নেই। আমার রুজি রুটির প্রথম স্থান এই বাদকুল্লা। এখানেই ডাক্তারি করতাম এবং সাধারণ মানুষের সেবা করতাম। এখন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে তাদের কাছে এসেছি ভোটভিক্ষা চাইতে। তবে আমাদের প্রচার যে ভাবে চলছে, তাতে করে সাধারণ মানুষ বিজেপির যে অবলীলা চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে আমাদের হাত শক্ত করবে। আর আমাদের প্রচার শুরু হয়েছে যেদিন আমি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নিয়েছিলাম। সুতরাং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে যোগাসুরকে বধ করে ন্যায়ের এবং উন্নয়নের পতাকা উন্মোচন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

তৃণমূল প্রার্থীর কাটআউট ছিঁড়ে নয়ানজুলিতে, অভিযুক্ত বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের ফেস্টুন কাটআউট খুলে ছিঁড়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। গোপালনগর থানার রামচন্দ্রপুর এনসি রোডের পাশের ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের চোখে পড়তেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানালে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এদিন সকালে এলাকার কয়েকজন দেখেন, তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের বড় কাটআউটের ফ্লেক্স ছেঁড়া এবং ভাঙা রাস্তার পাশের ডোবার মধ্যে পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মীরা। গোপালনগর তৃণমূল যুব সভাপতি সুজন মজুমদার বলেন, 'এই এলাকার বেশ কিছু আমাদের প্রার্থীর নামে ব্যানার কাটাআউট খুলে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। একটু এখানে পড়ে আছে বাকিগুলো কোথায় জানি না। শান্তনু ঠাকুরকে মানুষ পাঁচ বছর পাননি। মতুয়া অধ্যুষিত রামচন্দ্রপুরের মানুষরা এবার আর বিজেপির পিছনে নেই। সেটা বুঝতে পেরে হতাশা থেকে এগুলো করছে।' অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডল। বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'বিজেপি ফেস্টুন ব্যানার ছেঁড়ার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তৃণমূলিরা বুঝেছে ওদের প্রার্থী হারবেন, সে কারণেই সিমপ্যাথি আদায়ের জন্য এসব কাণ্ড ঘটিয়ে বিজেপির বদনাম করার চেষ্টা করছে।'

সিপিএম, বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা, দু'পক্ষের মারপিটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রখর রোদের মধ্যে হুগলির আরামবাগ হুগলি লোকসভা ও শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত ও বাম মনোনীত সিপিএম প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা করলেন চুঁচুড়ায় জেলাশাসকের অফিসে মঙ্গলবার দুপুরে।

এদিন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিলেন চুঁচুড়ায় একই জায়গায়, সঙ্গে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বামেদের তিন প্রার্থী আরামবাগ কেন্দ্রের সিপিএমের বিপ্লব মৈত্র, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের মনদ্বীপ ঘোষ ও শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী যুবনেত্রী দিপ্সিতা ধর একটু বেলার দিকে চুঁচুড়ার আখন বাজার থেকে কর্মী সমর্থকরা একত্র জড়ো হয়ে সামনে একসঙ্গে হেঁটে জেলাশাসকের অফিসে এসে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন।

এদিকে ঘড়ি মোড়ের কাছে বিজেপি ও বাম কংগ্রেসের মিছিল একসঙ্গে এসে পড়ে সেখানে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটে এসে অবস্থা সামাল দেয়। এরপরে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জেলাশাসকের অফিসে। লকেট বলেন, 'আমি পরপর দু'বার জিতব। সাধারণ মানুষ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না।' উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা পশ্চিমবঙ্গে ৩৫টা আসন পাব মানুষ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না।' সিপিএম প্রার্থী দিপ্সিতা ধর বলেন, 'সাধারণ মানুষ দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। শিক্ষা ক্ষেত্রেও দুর্নীতি চাকরি চুরি, এগুলো সাধারণ মানুষ কখনও প্রশ্রয় দেবে না আমরা জিতব।'

তৃতীয় দফার আগে বড় সাফল্য
ছত্তিশগড়ে খতম ৮ মাওবাদী

রাঁচি, ৩০ এপ্রিল: আগামী ৭ মে তৃতীয় দফার নির্বাচন ছত্তিশগড়ে। তার আগে ফের বড় সাফল্য নিরাপত্তাবাহিনীর। নারায়ণপুর জেলার বস্তার জঙ্গল ঘেঁষা অবুঝমাড়ে অভিযান চালিয়ে খতম ৮ মাওবাদী। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই মহিলা কম্যান্ডারও। এদিনের অভিযানে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। একটি একে ৪৭-ও উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে।

এদিন সকাল ৬টা থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের জয়েন্ট সিকিউরিটি টিম ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। নারায়ণপুরের আবুজমার ও কাঁকের সীমানা এলাকায় জঙ্গলে মাওবাদীদের আস্তানার খবর পায় নিরাপত্তারক্ষীরা। সেইমতোই চলে অভিযান। গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা গুলি চালায় নিরাপত্তাবাহিনীও। সব মিলিয়ে চলতি বছরে ছত্তিশগড়ে ৮৮ জন মাওবাদীকে খতম করল নিরাপত্তারক্ষীরা।

উল্লেখ্য, মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড় রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী। যার সুফলও মিলেছে। মাওবাদের ভয় উপেক্ষা করে প্রথমদফায় প্রথমবার গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নেওয়ার সাহস দেখান ছত্তিশগড়ের বস্তারের চন্দামেটা গ্রামের বাসিন্দারা।

লোকসভা ভোটের আগে কেন গ্রেপ্তার কেজরিওয়াল
সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে ইডি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে ভোটের মুখে আপ সুপ্রিমো তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বারবার এই দাবি করেছে আপ এবং ইন্ডিয়া জোট। এবার ইডির প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, ঠিক লোকসভা ভোট শুরু হওয়ার আগেই কেন কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হল?

গত ২১ মার্চ আবগারি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন আপ সুপ্রিমো। তার পর ইডি হেপাজত থেকে তাঁকে পাঠানো হয় তিহার জেলে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। যদিও এখনও জেলমুক্ত হননি কেজরিওয়াল। এদিন সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না গ্রেপ্তারির সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট বিচারপ্রক্রিয়া ছাড়াই কি ফৌজদারি প্রক্রিয়া চালানো যায়, ব্যাখ্যা করতে হবে ইডিকে।

তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও অতিরিক্ত তথ্যপ্রমাণ যোগ করতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। যদি তা হয়ে থাকে, তবে দেখানো হোক কেজরিওয়াল কীভাবে জড়িত এই দুর্নীতির সঙ্গে। সুপ্রিম কোর্ট আরও উল্লেখ করেছে, দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার ক্ষেত্র তদন্তকারীরা দাবি করেছে যে তারা তথ্যপ্রমাণ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কিছুই বলি হয়নি তদন্তকারীদের তরফে। সব মিলিয়ে সুপ্রিম প্রশ্নে অস্বস্তিতে পড়েছে ইডি।

দেবেগৌড়ার নাতিকে সাসপেন্ড করল দল

বেঙ্গালুরু, ৩০ এপ্রিল: যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত দেবেগৌড়ার নাতি তথা কর্নাটকের হাসানের বিদায়ী সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে সাসপেন্ড করল দল জেডিএস। পাশাপাশি জবাবদিহি চেয়ে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে তরুণ সাংসদকে। দিন দুই আগে জেডিএস প্রার্থীর যৌন কেলেঙ্কারির ভিডিও ফাঁস হয়। একাধিক মহিলার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে প্রজ্জলের বিরুদ্ধে। ঘরে ও বাইরে চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিদায়ী সাংসদ সাসপেন্ড করল জেডিএস।

কর্নাটকের শাসক দল কংগ্রেস। অন্যদিকে দেবেগৌড়ার দল জেডিএস অন্যতম বিরোধী। তারা কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির অন্যতম শরিক দলও বটে। কদিন আগেই দক্ষিণের রাজ্যে এসে প্রজ্জলের হয়ে প্রচার করে গিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর পরেই ফাঁস যৌন কেলেঙ্কারির ভিডিও। প্রজ্জল এবং তাঁর বাবা তথা দেবেগৌড়ার মেজো ছেলে জেডিএস বিধায়ক এইচডি রেভান্নার নাম জড়ায় এই ঘটনায়। নির্যাতিতা মহিলা দাবি করেন, তাঁকে ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বহুবার যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, প্রজ্জলের বাবা এইচডি রেভান্নার স্ত্রী যখনই বাড়িতে থাকতেন না, তখনই পরিচারিকাদের ওপর যৌন নির্যাতন চালাত জেডিএস সাংসদ। ভিডিও ফাঁস হওয়ার পরে জানা যায়, প্রজ্জল দেশ ছেড়ে জার্মানি পালিয়েছেন। প্রজ্জলের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করে কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার। সব মিলিয়ে দেবেগৌড়ার নাতির উপরে চাপ তৈরি হচ্ছিল দলের মধ্যেই। এই পরিস্থিতিতে প্রজ্জলকে সাসপেন্ড করল দল।

গ্রেপ্তার হতে পারেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু!

জেরুজালেম, ৩০ এপ্রিল: বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জারি হতে পারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। ক্রমেই বাড়ছে সেই সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক পথে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা থেকে রুখতে মরিয়া ইজরায়েল।

গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও একের পর এক মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে। কেবল তিনিই নন, তেল আভিভের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্ট এবং বহু সেনাকর্মীর বিরুদ্ধেই উঠেছে অভিযোগ। ফলে সম্ভাবনা রয়েছে, এই সপ্তাহেই নেতানিয়াহু-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতে পারে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে। ২০১৪ সালের ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছিল। আর সেই সংঘর্ষে ইজরায়েলের প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলে তিন বছর আগে তদন্ত শুরু করেছিল আদালত।

জানা যাচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহু চাপে রয়েছেন। গ্রেপ্তারি আতঙ্কে ভুগছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি লাগাতার টেলিফোন করে পরোয়ানা জারি হওয়া আটকাতে তৎপর হয়ে পড়েছেন বলেই সূত্রের দাবি। বিশেষ করে বাইডেন প্রশাসনের লাগাতার যোগাযোগ রেখে চলেছে তিনি।

গত অক্টোবর থেকে গাজায় অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলের ফৌজ। জঙ্গি হামাসকে নিঃশেষ না করে অভিযান শেষ হবে না বলে সাফ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতানিয়াহু। তবে হামাস জঙ্গি ছাড়াও এই অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রসংঘ-সহ একাধিক দেশ এই অভিযানের নিন্দা করেছে। ইজরায়েলি সেনার অভিযানকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছে মুসলিম বিশ্বের একাধিক দেশ। এমনকী গাজায় হামলা নিয়ে ইজরায়েলকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও। তবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল নেতানিয়াহু। এই পরিস্থিতিতে এবার তৈরি হল গ্রেপ্তারি-আতঙ্ক।

মণিপুরকাণ্ডে চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি সিবিআইয়ের

ইম্ফল, ৩০ এপ্রিল: মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে কুকি ও জোমি সম্প্রদায়ের দুই মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর মামলায় চার্জশিট পেশ করা করল সিবিআই। যেখানে বিস্ফোরক অভিযোগ করা হয়েছে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে। সিবিআইয়ের দাবি, সেদিন নির্যাতিত হওয়ার আগে পুলিশের কাছে সাহায্যের আর্তি জানিয়েছিলেন দুই মহিলা। তবে পুলিশ কোনও সাহায্য করেনি বরং উন্মত্ত জনতার সামনে তাঁদের ফেলে এলাকা ছেড়ে চলে যায় পুলিশ।

আদালতে চার্জশিট পেশ করে সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, 'ওই ঘটনা ঘটার আগে কোনওমতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি পুলিশ জিপের সামনে পৌঁছন দুই মহিলা। পুলিশের কাছে আবেদন জানান, ওই এলাকা থেকে তাঁদের কোনও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। হামলা থেকে বাঁচতে পুলিশ গাড়িতে তখন আরও দুই ব্যক্তি বসে ছিলেন। কিন্তু জিপের চালক তাঁদের জানায় তাঁর কাছে গাড়ির চাবি নেই। এবং ওই এলাকায় কোনও বিপদ নেই বলেও জানানো হয় পুলিশের তরফে।' চার্জশিটে সিবিআইয়ের দাবি, 'এর কিছু সময় পর বিপুল সংখ্যায় উন্মত্ত জনতা সেখানে পৌঁছয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় পুলিশ। এর পর ওই পুলিশ গাড়িতে লুকিয়ে থাকা দুই মহিলাকে বের করে নগ্ন করে ঘোরানো হয় রাস্তায়। একইসঙ্গে যৌন নির্যাতন করা হয় ওই মহিলাদের।' সিবিআইয়ের দাবি অনুযায়ী, এই ঘটনা ঘটেছিল গত বছরের ৩ মে। নির্যাতিতা ওই দুই মহিলার একজনের বয়স ২০ বছর ও অন্যজনের বয়স ৪০-এর কাছাকাছি।

সেদিনের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের গাফিলতি প্রকাশ্যে আসায় অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন মণিপুরের ডিজিপি রাজীব সিং। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, 'অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে গাফিলতি প্রকাশ্যে আসার পর ইতিমধ্যেই তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।' তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে আধিকারিক জানান, 'এই মামলার তদন্ত সিবিআই করছে ফলে কোনওরকম আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হলে সেটা সিবিআই নেবে।'

পতঞ্জলির পণ্য বন্ধের নির্দেশ দিতে দেরি, উত্তরাখণ্ড সরকারকে ভর্ৎসনা সুপ্রিমের

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: পতঞ্জলির 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন' মামলায় আবারও সুপ্রিম কোর্টের রোষের মুখে পড়তে হল উত্তরাখণ্ড লাইসেন্সিং বিভাগকে। মঙ্গলবার পতঞ্জলি মামলায় উত্তরাখণ্ড লাইসেন্সিং বিভাগের 'নিষ্ক্রিয়তা'র জন্য ভর্ৎসনা করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, কর্তৃপক্ষ 'সব কিছু মুছে ফেলার চেষ্টা' করছেন!

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে পতঞ্জলির 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন' মামলায় হলফনামা জমা দিয়েছিল উত্তরাখণ্ড লাইসেন্সিং বিভাগ। সেই হলফনামায় জানানো হয়েছিল, গত ১৫ এপ্রিল রাজ্যের লাইসেন্সিং বিভাগ পতঞ্জলির ১৪টি পণ্য উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এ ছাড়াও একটি নোটিস জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পতঞ্জলির কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

মঙ্গলবার আদালতে সেই কথাই জানান উত্তরাখণ্ড লাইসেন্সিং বিভাগ কর্তৃপক্ষ। তা শুনে বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লার ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'কেন পদক্ষেপ করতে এত দেরি হল? কর্তৃপক্ষ এখন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। আপনাদের পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট, আপনারা যদি কিছু করতে চান, তবে তা বিদ্যুতের গতিতে করেন। কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে না চান, তবে বছরের পর বছর ধরে কিছুই হয় না। তিন দিনে আপনারা সমস্ত পদক্ষেপ করেছেন। কিন্তু গত ন'মাস ধরে কী করছিলেন?' তার পরই শীর্ষ আদালত বলেছে, 'আপনারা সব কিছু মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন।'

২০২০ সালের ২৩ জুন প্রথম বার করোনিল কিট বাজারে এনেছিল পতঞ্জলি। 'করোনিল' এবং 'শ্বাসারি বটি' নামে দু'ধরনের ট্যাবলেট এবং 'অণু তৈল' নামের ২০ মিলিলিটারের একটি তেলের শিশি নিয়ে তৈরি ওই কিটের দাম রাখা হয়েছিল ৫৪৫ টাকা। চাইলে আলাদা ভাবে ট্যাবলেট এবং তেল কেনা যাবে বলেও জানানো হয়েছিল। তার পর ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২৩ লক্ষ ৫৪ হাজার করোনিল কিট বিক্রি হয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়।

এই বিজ্ঞাপন নিয়ে আপত্তি জানিয়ে রামদেবের সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল আইএমএ। আইএমএ-র অভিযোগ ছিল, পতঞ্জলির বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এবং চিকিৎসককে অসম্মান করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও আনা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, কোভিড প্রতিরোধী না-হওয়া সত্ত্বেও শুধু করোনিল কিট বিক্রি করেই আড়াইশো কোটি টাকার বেশি মুনাফা করেছিল রামদেবের পতঞ্জলি। আর তার জন্য 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা' বিজ্ঞাপনী প্রচার চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল আইএমএ-র।

সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় বার বার ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় যোগগুরু রামদেব এবং এবং তাঁর সহযোগী আচার্য বালকৃষ্ণকে। 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন' দেওয়ায় রামদেবদেরকে ক্ষমা চাইতে বলে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক গত ২৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে ক্ষমাপত্র ছাপান রামদেবরা। যা নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি আমানুল্লা বলেন, 'আগে ক্ষমাপত্রে শুধু পতঞ্জলির নাম ছিল, এখন রামদেবদের নাম আছে। আমরা এই পদক্ষেপের প্রশংসা করি।'

ডিপ ফেক ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: সংরক্ষণ সাংবিধানিক অধিকার, তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রশ্ন নেই। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসকেও এক হাত নেন তিনি। বলেন, মিথ্যা প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করা কংগ্রেসের লক্ষ্য। এর আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া অভিযোগ তুলেছিলেন, ভাইরাল ভিডিওটি ডিপফেক ভিডিও এবং তা রাহুল গান্ধির মস্তিষ্কপ্রসূত। আগেই এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানিয়েছে বিজেপি। অমিত শাহ বলেন, 'রাহুলজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ফেক ভিডিও বানিয়ে আমার মুখে ভুল কথা বসিয়ে ভোট পাওয়ার মতো নিচুস্তরের রাজনীতি করছে। এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে স্বচ্ছ ও অবাধ ভোট লড়ার ওদের আত্মবিশ্বাস নেই।'

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডিপ ফেক ভিডিয়োর প্রেক্ষিতে এবার দেশজুড়ে তদন্তে একাধিক রাজ্যের পুলিশ। তেলঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিকে ১ মে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দিল্লি পুলিশ। তাঁর মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নোটিস পাঠানো হয়েছে, তেলঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একাধিক প্রবীণ নেতাকেও। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। মহারাষ্ট্র বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। কংগ্রেস এবং এনসিপির একাধিক নেতার এক্স হ্যান্ডেলের কথা এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের যুব কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও।

সূত্রের খবর, সুনির্দিষ্ট কয়েকজনের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

শিন্ডে-সেনা ছাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুরেশ নওলে

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল: মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ছাড়লেন সে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুরেশ নওলে। সেই সঙ্গে মঙ্গলবার বীড় লোকসভা কেন্দ্রে বিরোধী জোটের এনসিপি (শরদ পাওয়ার) প্রার্থীকে সমর্থনের ঘোষণা করেছেন তিনি। আগামী ১৩ মে বীড়-সহ মরাঠওয়াড়া এলাকার ১১টি লোকসভা আসনে ভোট। তার আগে সুরেশের দলত্যাগে শিন্ডেসেনা ধাক্কা খেল বলেই মনে করছেন ভোট পণ্ডিতদের একাংশ। সুরেশ মঙ্গলবার বলেন, 'যাঁরা শিন্ডের শিবিরে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ শেষ হতে বসেছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিধানসভা ভোটের আগে দলের অবস্থার আরও অবনতি হবে।' সরাসরি কোনও দলকে নিশানা না-করলেও একদা শিন্ডে ঘনিষ্ঠ সুরেশের লক্ষ্য বিজেপি বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

ফের ইউক্রেনের বন্দরনগরী ওডেসায় আছড়ে পড়ল রুশ মিসাইল, মৃত ৪

কিয়েভ, ৩০ এপ্রিল: ফের ইউক্রেনের বন্দরনগরী ওডেসায় আছড়ে পড়ল রাশিয়ার মিসাইল। এই হামলায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। আহত অন্তত ৩২। গত দুবছর ধরে মস্কোর বিরুদ্ধে লড়াই করছে কিয়েভ। পালটা মার দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রুশ ফৌজকে বেকায়দায় ফেলেছিল ইউক্রেনীয় সেনা। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করার পর এবার অস্ত্র ফুরিয়ে আসছে ইউক্রেনের। ফলে ঠেকানো যাচ্ছে না পুতিন-বাহিনীর হামলা। তাই বারবার অস্ত্রের জন্য দরবার করছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

গত কয়েকমাস ধরে ইউক্রেনে হামলার ধার বাড়িয়েছে রাশিয়া। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আছড়ে পড়ছে মিসাইল। বাদ যাচ্ছে না শিক্ষাক্ষেত্রগুলোও। রয়টার্স সূত্রে খবর, সোমবার ওডেসার বিখ্যাত সিফ্রন্ট পার্কের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আঘাত হানে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র। জানা গিয়েছে, এদিন আক্রমণ শানাতে ইস্কান্দার-এম নামে একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করেছিল মস্কো। যার হামলা ঠেকানো কার্যত অসম্ভব বলে মত সমর বিশেষজ্ঞদের।

রাশিয়ার এই আক্রমণ প্রসঙ্গে, ওডেসার স্থানীয় গভর্নর ওলেহ কিপার টেলিগ্রামে ক্ষোভ উগরে জানিয়েছেন, মস্কোর ছোড়া মিসাইলে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪ জন। আহত কমপক্ষে ৩২। যাঁদের মধ্যে এক শিশু-সহ ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনা নিয়ে ইউক্রেনের নৌবাহিনীর মুখপাত্র দিমিত্রো প্লেটেনচুক জানিয়েছেন, একটি ক্লাস্টার ওয়ারহেড-সহ একটি ইস্কান্দার-এম ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল। এই ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত আটকানো কঠিন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ এসটি-ওটি_রেলনেট_ফেজII_কেজিপি, তারিখ ঃ ২৯.০৪.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিএসটিই (কো), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর- ৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ১১.০০টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং এগুলি **বেলা ১১.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** কেজিপি ডিভিসনে ২য় পর্যায়ে রেলনেট কানেক্টিভিটির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কাজের এস অ্যান্ড টি অংশের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৮,১৭,৯৫৭.৪২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ২২.০৫.২০২৪। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২২.০৫.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-98)**

পন্ত, স্যামসন যাচ্ছেন বিশ্বকাপে, রাহুল বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই শিশুকে দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে চমকে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ভারতও নিজেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড একটু অভিনবভাবে ঘোষণা করল। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনের টাইমস স্কোয়ারের একটি ছবি পোস্ট করেছে বিসিসিআই। সেই ছবির সুউচ্চ ভবনের দেয়ালে গ্রাফিকসের মাধ্যমে স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের নামগুলো বসানো হয়েছে। যেখানে নেই লোকেশ রাহুলের নাম। আছে ঋষভ পন্ত, শিবম দুবে ও সঞ্জু স্যামসন।

রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক ও হার্দিক পান্ডিয়াকে সহ অধিনায়ক বানিয়ে ১৫ সদস্যের এই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা না পাওয়া স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালকে ফেরানো হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। এবার আইপিএলে দারুণ বোলিং করায় বিশ্বকাপ স্কোয়াডে চার স্পিনারের একজন হিসেবে চাহালকে বিবেচনা করেছেন ভারতের নির্বাচকেরা। স্কোয়াডের বাকি তিন স্পিনার;বাঁহাতি কবজির স্পিনার কুলদীপ যাদব, বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল। অবশ্যই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ স্পিন আক্রমণ।

স্কোয়াডে বিশেষজ্ঞ পেসার তিনজন;যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং। সিম বোলিংয়ে তাঁদের সঙ্গ দেবেন শিবম দুবে ও পান্ডিয়া। ব্যাটিংয়ে শুবমান গিলকে রিজার্ভ দলে রেখে বাঁহাতি যশস্বী জয়সোয়ালকে ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গিল এবার আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের হয়ে ১০ ম্যাচে ১৪০.৯৭ স্ট্রাইকরেটে ৩৫.৫৬ গড়ে ৩২০ রান করেছেন। আর জয়সোয়াল এবার রাজস্থানের হয়ে ৯ ম্যাচে ২৪৯ রান করেছেন ১৫৪.৬৬ স্ট্রাইকরেটে, গড় ৩১.১৩, সেঞ্চুরি একটি।

ওপেনিং জুটিতে রোহিতের সঙ্গে ডানহাতি ও বাঁহাতি সমন্বয় করতেই সম্ভবত জয়সোয়ালকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। রিজার্ভে গিলের সঙ্গে আছেন রিংকু সিং, খলিল আহমেদ এবং আবেশ খান।

দুর্ঘটনায় পড়ে দেড় বছর খেলার বাইরে থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান পন্ত আইপিএলে ফিরেই রান পেয়েছেন। তাঁকে প্রত্যাশানুযায়ীই রাখা হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। প্রায় ১৫ মাস পর জাতীয় দলে ফিরলেন পন্ত।

দ্বিতীয় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের জায়গায় রাহুলকে পেছনে ফেলে দলে ঢুকেছেন স্যামসন। এবার আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মেও আছেন রাজস্থান রয়্যালসের এই অধিনায়ক। প্রথম ৯ ম্যাচে দলকে ৮ জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি স্যামসন ১৬১ স্ট্রাইকরেটে ৭৭ গড়ে ৯ ম্যাচে করেছেন ৩৮৫ রান।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, সুর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজ।

রিজার্ভ শুবমান গিল, রিংকু সিং, খলিল আহমেদ ও আবেশ খান।

চোট থেকে ফিরেই বিশ্বকাপ দলে আর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও পাকিস্তান সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। দলে ফিরেছেন দীর্ঘদিন চোটের সঙ্গে লড়াই করা পেসার জফরা আর্চার। গত বছর সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা পেসার ক্রিস জর্ডানও দলে ফিরেছেন।

তাঁকে সুযোগ দিতে বাদ পড়তে হয়েছে ক্রিস ওকসকে। অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা স্পিনার টম হার্টলিও সুযোগ পেয়েছেন বিশ্বকাপ দলে। বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবেন যথারীতি জস বাটলার।

কনুই ও আঙুলে পাওয়া চোটে প্রায় দুই বছর ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন আর্চার। এ সময়ে মিস করেন দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তিন দফা শল্যবিদের ছুরির নিচেও যেতে হয়েছে তারকা ইংলিশ পেসারকে। পুরোপুরি সেরে ওঠার পর গত বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০ দিয়ে মাঠে ফেরেন আর্চার। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে কয়েকটি ম্যাচেও খেলেছিলেন। তবে আবার কনুইয়ের চোটে পড়ায় ছিটকে যান মাঠের বাইরে। দলের সঙ্গে রিজার্ভ হিসেবে থাকলেও খেলা হয়নি ভারতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। সেই আর্চার এখন জুনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ফিরতে যাচ্ছেন।

ওকস ইংল্যান্ডের সাদা বলের দলে নিয়মিত মুখ ছিলেন। তাঁর বাদ পড়াই ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলের একমাত্র চমক বলা যায়। এ ক্ষেত্রে লোয়ার অর্ডারে জর্ডানের বড় শট খেলার সামর্থ্যই তাঁকে এগিয়ে রেখেছে। ২০২৩ সালে ভাইটালিটি ব্ল্যাস্টের পর থেকে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে জর্ডানের গড় ৩০.০৫, স্ট্রাইকরেটে ১৬০.৫৩। তাঁর ফিল্ডিং ও ডেথ বোলিংও নিঃসন্দেহে বিবেচনায় এসেছে।

বিশ্বকাপের আগে আগামী ২২ মে শুরু হবে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড সিরিজ। এই সিরিজের আগেই আইপিএলে খেলতে থাকা ইংলিশ ক্রিকেটাররা দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ৪ জুন বার্বাডোজে, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল

জস বাটলার (অধিনায়ক), ফিল সল্ট, উইল জ্যাকস, জনি বেয়ারস্টো, বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুক, লিয়াম লিভিংস্টোন, মঈন আলী (সহ-অধিনায়ক), স্যাম কারেন, ক্রিস জর্ডান, টম হার্টলি, আদিল রশিদ, জফরা আর্চার, মার্ক উড, রিস টপলি।

অবিক্রিত থাকার ঝাল মেটাচ্ছেন সল্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিল সল্ট যেন 'প্রতিশোধ' নিচ্ছেন। এবারের আইপিএল নিলামে ছিলেন অবিক্রীত। সেটাও গত মৌসুমে প্রায় ১৬৪ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করার পরও। এরপর সুযোগ পেলেন জেসন রয় নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায়। সুযোগ পেয়েও নিজের সেরাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন সবাইকে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলে ৪৯ গড়ে রান করেছেন ৩৯২। রান করেছেন দুর্দান্ত স্ট্রাইকরেটে; ১৮০.৬৪। এর মধ্যে শুধু ইডেন গার্ডেনেই করেছেন ৩৪৩ রান। তাতে নতুন এক কীর্তিও গড়েছেন সল্ট। ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীকে ছাড়িয়ে ইডেন গার্ডেনে এক মৌসুমে আইপিএলে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড গড়েছেন।

সল্ট এবার এখন পর্যন্ত খেলা ৯ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতেই খেলেছেন ইডেনে। এই ৬ ম্যাচের মধ্যে সল্ট ফিফটি করেছেন ৪ ম্যাচে। যার সর্বশেষটি গতকাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে। গতকাল ৫ ছক্কা ও ৭ চারে করেছেন ৩৩ বলে ৬৮ রান। বাকি যে দুটি ইনিংস খেলেছেন, সেখানে একটিতে ৪৮ রানের ইনিংসও আছে। একটিতে আউট হয়েছেন ১০ রানে।

এর আগে ইডেনে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ রান করার পথে গাঙ্গুলী করেছিলেন ৩৩১ রান। ২০১০ সালে ৭ ইনিংসে ৩৩১ রান করেছিলেন তিনি। সেই মৌসুমে কলকাতার হয়ে দারুণ সময় কেটেছিল তাঁর। ১৪ ইনিংসে রান করেছিলেন ৪৯৩, গড় ৩৭.৯২, স্ট্রাইকরেট ১১৭.৬৬। সব মিলিয়েও আইপিএলে ঘরের মাঠ ইডেনেই রেকর্ড ভালো গাঙ্গুলীর। এই মাঠে ১৫ ইনিংসে রান করেছেন ৫৩২, গড় প্রায় ৪১, স্ট্রাইকরেট ১১৯। এক মৌসুমে ইডেন গার্ডেনে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় তিন নম্বরে আছেন আন্দ্রে রাসেল। ৭ ইনিংসে ২০১৯ সালে রাসেল করেন ৩১১। ২০১৯ মৌসুম কলকাতার এই অলরাউন্ডারের অবিশ্বাস্য সময়ই কেটেছে। ১৩ ইনিংসে রান করেছেন ৫১০। ৫৬ গড়ে রান করেছেন সেটাও ২১০ স্ট্রাইকরেটে। সল্টের দল কলকাতাও আছে ভালো অবস্থানে। ৯ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৬ ম্যাচে। আছে পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে।

গঠিত হল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের নতুন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গঠিত হল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের নতুন কমিটি। মঙ্গলবার বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতিতে নানা বিষয়ে আলোচনার পরে নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার কাশীনাথ ভট্টাচার্য।

নির্বাচিত কমিটি

প্রেসিডেন্ট সুভেন রাহা (দৈনিক সংবাদ)

ভাইস প্রেসিডেন্ট অমিতাভ দাস শর্মা (দ্য হিন্দু), অর্চিমান ভাদুড়ি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া) ও রূপক বসু (এই সময়)

সচিব অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (এই সময়)

কোষাধ্যক্ষ অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরবঙ্গ সংবাদ)

সহ-সচিব নজরুল ইসলাম মোল্লা (আজকাল)

কার্যকরী কমিটি ইন্দ্রনীল মজুমদার (দ্য টেলিগ্রাফ), অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (স্পোর্টস টাইম), রবীন্দ্রনাথ (জয়) চৌধুরী (সময় পরিবর্তন), অরূপ পাল (ইস্টবেঙ্গল সমাচার) ও বিশ্বজিৎ দাস (আজকাল)।

১৯৭৪ ইয়ুথ এশিয়ান গেমসের যুগ্ম বিজয়ী ভারতীয় দলের সদস্যদের সম্মানিত করলো সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন...

ভারতের কাছে হার বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের ওপারে চমকে উঠল মেঘ, বোলিং হচ্ছিল সে প্রান্তেই। স্কয়ার লেগে দাঁড়ানো আম্পায়ার সাথিরা জাকির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেলেন আরেক আম্পায়ার মোর্শেদ আলী খানের দিকে। দুজন আলোচনা করে আবার খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও একটু পরই নামা বৃষ্টিতে বন্ধ করে দিতে হলো খেলা।

প্রায় পুরো দেশ যখন একটু বৃষ্টির আশায় অপেক্ষার প্রহর গুনছে, তখন সিলেটে দুই দফা ঝুম বৃষ্টিতে পুরো হতে পারল না সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। অবশ্য তার আগেই দয়ালান হেমলতার ২৪ বলে ৪১ রানের ঝোড়ো ইনিংসে কাজটা সেরে রেখেছিল ভারত। ১২০ রানের লক্ষ্যে ৫.২ ওভারে ৪৭ রান তুলে ডিএলএস পদ্ধতিতে এগিয়ে থাকা ভারত শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি জিতেছে ১৯ রানে। ৫ ম্যাচের সিরিজে সফরকারীরা এগিয়ে গেল ২-০ ব্যবধানে।

প্রথম ইনিংসে বেশ জোরে বৃষ্টি হলেও সঙ্গে রোদও ছিল, মাঠও শুকায় দ্রুতই। কিন্তু সন্ধ্যায় নামা বৃষ্টি আর থামেইনি। ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭-৫০ মিনিটের দিকে, তবে মাঠের ফ্লাডলাইটের বেশির ভাগ নিভে যায় আগেই। মাঠকর্মীরাও জানতেন, আর সম্ভব না খেলা!

তার আগে ১১৯ রানের সম্বল নিয়ে ইনিংসের দ্বিতীয় বলে শেফালি বর্মাকে আউট করে বাংলাদেশকে উজ্জীবিত করেছিলেন মারুফা আক্তার, কিন্তু ২০২২ সালের অক্টোবরের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামা হেমলতার ঝড়ের জবাব ছিল না তাঁদের কাছে। সব মিলিয়ে দর্শক আগের ম্যাচের চেয়ে একটু বেশি ছিল। তবে যারা এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাদের ফিরতে হয় হতাশ হয়েই।

অবশ্য টস জেতার পর শুরুটা বাংলাদেশের আশাজাগানিয়াই ছিল। সর্বশেষ কয়েকটি ম্যাচে তেমন কিছু করতে না পারলেও বাংলাদেশের টপ অর্ডার এবার ভালো একটা শুরুই এনে দেয়। তবে মিডল অর্ডারের ধসে ধাক্কা খায় স্বাগতিকেরা। ওপেনার মুর্শিদা খাতুন আগলে রাখেন এক প্রান্ত, ৪৯ বলে ৪৬ রান করে আউট হন নবম ব্যাটার হিসেবে। তাঁর ইনিংসেই লড়াই করার মতো সংগ্রহ আসে।

পাওয়ারপ্লেতে দিলারা আক্তার ও সোবহানা মোস্তারির উইকেট হারালেও ওঠে ৪৩ রান। এমন শুরুর পর মাঝের ওভারে বাংলাদেশের দরকার ছিল জুটির, মুর্শিদা খাতুনের সঙ্গে সেটি গড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন নিগার সুলতানা। কিন্তু ৭ বলের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে উল্টো চাপে পড়ে স্বাগতিকেরা। নিগার সুলতানা ও ফাহিমা খাতুন রাধা যাদবের পরপর ২ বলে হন এলবিডব্লিউ, পরের ওভারে শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের বলে ক্যাচ তোলেন সুলতানা খাতুন।

১১ ওভার পর নামা বৃষ্টিতে এরপর বন্ধ হয়ে যায় খেলা। তাতে এক ঘণ্টার একটু কম সময় খেলা বন্ধ থাকলেও ওভার কাটা যায়নি কোনো। সে বিরতি বাংলাদেশের জন্য হয়ে আসে আশীর্বাদ হয়েই। এ ম্যাচে স্বর্ণা আক্তারের জায়গায় দলে আসা রিতু মনি খেলেন গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। কিন্তু মুর্শিদার সঙ্গে তাঁর জুটিও সেভাবে বড় হয়নি। ১৮ রানেই শেষ ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ১১ ওভার পর নামা বৃষ্টিতে এরপর বন্ধ হয়ে যায় খেলা। তাতে এক ঘণ্টার একটু কম সময় খেলা বন্ধ থাকলেও ওভার কাটা যায়নি কোনো। সে বিরতি বাংলাদেশের জন্য হয়ে আসে আশীর্বাদ হয়েই। এ ম্যাচে স্বর্ণা আক্তারের জায়গায় দলে আসা রিতু মনি খেলেন গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। কিন্তু মুর্শিদার সঙ্গে তাঁর জুটিও সেভাবে বড় হয়নি। ১৮ রানেই শেষ ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

ইডেনে দিল্লির হারের জন্য সৌরভকেই দায়ী করলেন কেকেআরের প্রাক্তন ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার মাটিতে ধাক্কা খেয়েছে দিল্লি। ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে হারতে হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। এই হারের জন্য দিল্লির 'ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দায়ী করেছেন আকাশ চোপড়া। সৌরভ যখন আইপিএলে কেকেআরের অধিনায়ক, তখন এই দলের হয়েই খেলতেন আকাশ। এখন ধারাভাষ্যকারের কাজ করেন তিনি। ইডেনে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি। কিন্তু কেকেআরের স্পিন আক্রমণের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে তাদের ব্যাটিং। এই প্রসঙ্গে আকাশের মত, পিচ বুঝতে ভুল করেছিল দিল্লি। তিনি বলেন, টস জিতে প্রথমে কে ব্যাট করে? আমি আলাদা করে কারও সমালোচনা করছি না। কিন্তু এটাই সত্যি।দ

তার পরে অবশ্য সৌরভের নাম নেন আকাশ। তাঁর মতে, যে পিচে কেরিয়ারের এতটা সময় কাটিয়েছেন, সেই মাঠের পিচ বুঝতে সৌরভ ভুল করলে দলকে হারতেই হবে। আকাশ বলেন, তপরে ব্যাট করতে সুবিধা হয়। কিন্তু দিল্লি টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যদি সৌরভ পিচ বুঝতে না পারে তা হলে আর কে পারবে? এই পিচ তো ওর হাতের তালুর মতো চেনা উচিত। আমি বুঝলাম না কেন সৌরভ এই ভুলটা করল। তার জন্যই দিল্লিকে হারতে হল।দ

ইডেনে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান করে দিল্লি। শেষ দিকে কুলদীপ যাদব সর্বাধিক ৩৫ রান করেন। কেকেআরের হয়ে বরুণ চক্রবর্তী ৩টি উইকেট নেন। সেই রান তাড়া করে ২১ বল বাকি থাকতে জিতে যায় কেকেআর। ফিল সল্ট ৩৩ বলে ৬৮ রান করেন। এই হারের পরে সৌরভের সমালোচনা করেছেন আকাশ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**